পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের
মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভূক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১।	**পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়**	০৮	০৫	০৩	--	০২	০৭	২৮ - ১৫০	০২	৮ - ২১.৩৭

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা : ০৮টি

২। **ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ : মূলত: নিম্নলিখিত কারণে প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়:**

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মেয়াদকাল বৃদ্ধির প্রধান প্রধান কারণসমূহ হচ্ছে যথাযথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ব্যতীত প্রকল্প প্রণয়ন ও ঠিকাদার নিয়োগে বিলম্ব, ক্রয় কার্য প্রক্রিয়াকরণে সময়ক্ষেপন, ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী ইত্যাদি। তাছাড়া সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের ব্যয় মূল অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা বৃদ্ধি না পেলেও প্রকল্প প্রণয়নকালে বাস্তবতার নিরিখে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম প্রকল্প প্রস্তাবে অন্তর্ভূক্ত না করা, বারবার ভৌত কাজের ডিজাইন পরিবর্তন ও সিডিউল রেট/নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিহেতু ভৌত কাজের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় কাজের পরিমাণ হ্রাস করে প্রকল্প সংশোধন, সঠিক পরিকল্পনার অভাব, দুর্বল প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কারণে অনেক প্রকল্প মূল পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

৩। **প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

ক্র: নং:	**প্রকল্পের নাম ও সমস্যা**	**সুপারিশ**
০১।	**ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প** বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি, ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী।	১. ভাটিতে আরো ২.০০ কি.মি. (হোসেনপুর হতে হাজীগঞ্জ বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা পর্যন্ত) নদী তীর সংরক্ষণ করা প্রয়োজন; ২. ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীর বিষয়টি পরিহার করতে হবে। ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পে পরিচালকের বদলীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে প্রকল্প পরিচালক বদলী সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ/অনুমোদন ক্রমে বদলী করতে হবে;
০২।	**পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর ও সেন গ্রাম এলাকার ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগঙ্গা নদীর ভাঙ্গন হতে মহাজন বাজার এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প** বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি, ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী, অতিরিক্ত জিও ব্যাগ নির্মাণের ফলে সরকারের প্রায় ৪.০০-৫.০০ কোটি টাকা অপচয় হয়েছে।	১. অতিরিক্ত জিও ব্যাগ সংগ্রহ ও রিজার্ভ ব্লক নির্মাণ করে সরকারী অর্থ অপচয়ের জন্য দায়ী কর্মকর্তাদের বিরূদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ; ২. স্টককৃত ব্লক এ প্রকল্পের কোন কাজে লাগবে না। এ ব্লকগুলো স্থানান্তরপূর্বক অন্য কোন Emergency কাজে লাগানো যেতে পারে;

০৩।	**গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিল রুট চ্যানেলের উভয় তীর বরাবর কালিগ্রাম ও মানিকদাহ নামক স্থানে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প** কালিগ্রাম অংশের ২/৩টি স্থানের প্রতিরক্ষা কাজের মাঝে মাঝে কিছু ব্লক ধ্বসে গেছে।	১. প্রকল্পের আওতায় যে সকল কাজ সম্পদান করা হয়েছে তা নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। ২. কলিগ্রাম অংশের যে সকল স্থানে ব্লকসমূহ ধ্বসে গেছে সেগুলো প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন;
০৪।	**রিহেবিলাইটেশন ওয়ার্ক অব তিস্তা মেইন ক্যানেল এন্ড রিলেটেড স্ট্রাকচার আন্ডার কমান্ড এরিয়া অব তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প** প্রকল্পটি জুন, ২০১৪ মাসে সমাপ্ত হয়েছে কিন্তু ক্যানেলের দুই ধারের বিভিন্ন স্থানে ভাংগন দেখা গেছে;খালের ডাইক বালু মাটির হওয়ায় প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে রেইন কাট (Rain Cut) হয়;	**১. তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প এলাকা রংপুর, নীলফামারী ও লালমনির হাট জেলার শস্য ভান্ডার। এ জেলাগুলোতে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রকল্পটির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদানপূর্বক প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ করা প্রয়োজন;**
০৫।	Environmental Impact Assessment (EIA) Study of Different BWDB Projects to be Implemented Under Climate Change Trust Fund (CCTF) যে ৩০টি প্রকল্পের EIA সম্পাদন করা হয়েছে সেগুলো অনুমোদিত না হলে EIA এর জন্য ব্যয়িত অর্থ কাজে আসবে না; প্রকল্পের পিসিআর ও প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এই প্রকল্পের Internal ও External কোন প্রকার অডিট করা হয়নি।	১. ভবিষ্যতে EIA সম্পাদনের জন্য সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকার পদ্ধতি অনুয়ায়ী প্রকল্প নির্ধারণ করা যেতে পারে; ২. প্রকল্পের Internals External অডিট সম্পাদন করতে হবে।
০৬।	Main River Flood and Bank Erosion Risk Management Program (MRFBERMP) প্রকল্পের External Audit সম্পাদন করা হয়নি।	১. প্রকল্পের External অডিট দ্রুত সম্পাদন করতে হবে।
০৭।	Preparing Irrigation Management Improvement Investment Program (PPTA-IMIIP) in Muhuri Irrigation Project. **প্রকল্প কার্যালয়ে পরামর্শক নিয়োগ এবং ট্রেনিং প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি এবং প্রকল্পের** Internal **ও** Exteranl **কোন প্রকার অডিট করা হয়নি।**	**১. পরামর্শক নিয়োগ, ট্রেনিং, ওয়ার্কশপসহ প্রকল্পের সব ধরণের তথ্য প্রকল্প কার্যালয়ে সংরক্ষণ ও সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে এবং** ২. প্রকল্পের অডিট দ্রুত সম্পাদন করতে হবে।
০৮।	**বর্ণি বাওড় উন্নয়নপ্রকল্প** ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী ; বাওড়ে আরএল ২.৫০ মিটার গভীরতায় ড্রেজিং করা হলেও উক্ত অঞ্চলে জোয়ার-ভাটার কারণে এ গভীরতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে;	১. ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীর বিষয়টি পরিহার করতে হবে। ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পে পরিচালকের বদলীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে প্রকল্প পরিচালক বদলী সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ/অনুমোদন ক্রমে বদলী করতে হবে; ২. বাওড়ের গভীরতা আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং ড্রেজিং এর সুফল পেতে মেইনটেনেন্স ড্রেজিং করা প্রয়োজন।

ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্পের
সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের নাম : **ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প**

২। প্রকল্পের অবস্থান : ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)

৪। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট (প্রঃ সাঃ)	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনু: ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট (প্রঃসাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৭৬৫৪.২১ (--)	প্রযোজ্য নয়	১৬১৪৭.১৮ (--)	ডিসেম্বর,২০০৯ হতে জুন,২০১৩	ডিসেম্বর,২০০৯ হতে জুন,২০১৪	ডিসেম্বর,২০০৯ হতে জুন,২০১৪	প্রযোজ্য নয়	১ বছর (২৭.৯১%)

৬। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ** বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পটির অংগভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি **পরিশিষ্ট-ক**'তে দেয়া হলো।

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্পটির আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।**

৮। **মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ** প্রকল্পটির **সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে** নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের PEC/ECNEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা; এবং
- প্রকল্প এলাকাভুক্ত সুবিধাভোগীদের মতামত গ্রহণ।

৯। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

৯.১। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যে হচ্ছে (১)ফরিদপুর শহর এবং তৎসংলগ্ন এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা; (২) কুমার নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে ফরিদপুর সদর, ভাঙ্গা ও নগরকান্দা উপজেলার ব্যাপক এলাকায় সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।

৯.২। প্রকল্পের পটভূমিঃ ষাটের দশকে ফরিদপুর শহরকে বন্যার হাত হতে রক্ষা করার জন্য 'ফরিদপুর-বরিশাল এফসিডিআই প্রকল্প (ফরিদপুর ইউনিট)' বাস্তবায়ন করা হয়। মরফোলজিকাল ডাটা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে গোয়ালন্দ ঘাটের ৪.০০ কি.মি. ভাটিতে পদ্মা নদী ২ (দুই) ভাগে বিভক্ত হয়েছে। দক্ষিণ চ্যানেলটি ফরিদপুর শহরের ধার ঘেষে প্রবাহিত

হয়েছে। সাম্প্রতিকালে এ দক্ষিণ চ্যানেলটি মূখ্য প্রবাহে পরিণত হয়ে ফরিদপুর শহরের তীব্র নদী ভাঙ্গনের সৃষ্টি করে। ১৯৯৮ সাল হতে ২০০৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫,০০০ হেক্টর এর অধিক এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে ধলার মোড় এলাকায় শহরের ৬০০-৭০০ মিটারের মধ্যে চলে আসে । উক্ত ভাঙ্গন রোধের জন্য ফরিদপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা ও চরভদ্রাসন উপজেলার হাজিগঞ্জ বাজার রক্ষার জন্য ১টি প্রকল্প জুলাই/২০০৩ হতে জুন/২০০৯ মেয়াদে ১২১৯৯.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটির আওতায় ৬৩৪৭ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত কাজের উজানে এবং ভাটিতে ব্যাপক নদী ভাঙ্গন দেখা দিলে ফরিদপুর শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকা রক্ষাকল্পে বাস্তবায়িত কাজের উজানে ৩০০ মিটার এবং ভাটিতে ২৫০০ মিটারসহ মোট ৫৫০০ মিটার তীর সংরক্ষণমূলক কাজ, পদ্মা ও কুমার নদীর সংযোগস্থলে কুমার নদীর পানির প্রবাহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১টি রেগুলেটর ও শহর এলাকায় পানি নিষ্কাষণ ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে ৬টি আউটলেট অন্তর্ভুক্ত করে ফরিপুর শহর রক্ষা প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

১০। প্রকল্পের অনুমোদনঃ

১০.১। প্রকল্পটির ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে ১৬/১১/২০০৯ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সুপারিশ অনুযায়ী ১৭৬৫৪.২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডিসেম্বর, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একনেক কর্তৃক ২৯/১২/২০০৯ তারিখে অনুমোদিত হয়। অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দের কারণে জুন, ২০১৩ তে সমাপ্ত করা সম্ভব না হওয়ায় প্রকল্পটির মেয়াদ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

১১। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটি জুন,২০১৪ তারিখে সমাপ্ত হয় এবং মূল্যায়নের জন্য ২৮/১২/২০১৪ তারিখে আইএমইডি'তে PCR পাওয়া যায়। গত ০৯-১১ জানুয়ারি/২০১৫ তারিখে **ফরিদপুর শহর রক্ষা** প্রকল্পটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয় (চিত্র-১) । পরিদর্শনকালে ফরিদপুর পওর বিভাগের (১) ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম তালুকদার, নির্বাহী প্রকৌশলী (২) জনাব নিখিল চন্দ্র হালদার, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, (৩) জনাব এ, কে, এম, জহীরুল হক, এস.এ.ই, (৪) জনাব খন্দকার মিজানুর রহমান শেলী, এস.এ.ই. (৫) জনাব শশাংক কুমার বিশ্বাস, এস.এ.ই. উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া প্রকল্প সংলগ্ন এলাকার কিছু কিছু উপকারভোগী ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করা হয় । পানি উন্নয়ন বোর্ড সরবরাহকৃত পিসিআর, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা, পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে সমাপ্ত প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে।

চিত্র-১: প্রকল্প এলাকা সরে-জমিনে পরিদর্শন

চিত্র-২: মান্দারতোলা রেগুলেটার

১২। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ** প্রকল্পটির মূলকাজ গুলো হলো- সিএন্ডবি ঘাট হতে ধলারমোড় পর্যন্ত ৩.০০০কি.মি এবং গদাধরডাঙ্গা হতে সাইনবোর্ড বাজার পর্যন্ত ২.৫০০ কি.মি. অর্থাৎ মোট ৫.৫০০ কি.মি. দৈর্ঘ্যে জিও ব্যাগ, সিনথেটিক ব্যাগ, সি.সি. ব্লক প্লেসিং ও ডাম্পিং এর মাধ্যমে নদীর তীর সংরক্ষণ করা। এছাড়া মান্দারতোলায় ১টি রেগুলেটার নির্মাণ (চিত্র-২), ৬টি পাইপ আউটলেট নির্মাণ করা হয়েছে (চিত্র-৩)।

চিত্র-৩ : পাইপ আউটলে

চিত্র-৪ : স্টকে রাখা ব্লকসমূহ

১৩। প্রকল্পের কাজের বর্তমান অবস্থাঃ

পরিদর্শনকালে প্রকল্পটির অধীনে বাস্তবায়িত কাজের মান সন্তোষজনক হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এখন পর্যন্ত সংরক্ষিত নদী তীরের কোন অংশের ভাঙ্গন সৃষ্টি কিংবা ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি। তাছাড়া জরুরী প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য (৪০X৪০X৪০সে:মি:) সাইজের প্রচুর ব্লক স্টকে রাখা হয়েছে (চিত্র-৪) । তবে ব্লকসমূহ ফসলী জমিতে ছড়িয়ে চিটিয়ে থাকায় জমির মালিকগণ জমিতে চাষাবাদ করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন মর্মে জানান। সকল ব্লক নদীর পাড়ে স্তুপ আকারে রাখা হলে তারা বেশ কিছু পরিমাণ জমিতে আবাদ করার সুযোগ পেতেন।

১৪। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ

প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ১৭৬৫৪.২১ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জুন, ২০১৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ১৬১৪৭.১৮ (৯১.৪৭%) লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৫। প্রকল্পের জনবল নিয়োগ:

অনুমোদিত প্রকল্প দলিল (ডিপিপি) অনুযায়ী প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ে কাজ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ফরিদপুর পওর বিভাগ এর আওতায় ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য আলাদাভাবে কোন জনবল নিয়োগ করা হয়নি।

১৬। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে (ডিসেম্বর, ২০০৯ হতে জনু, ২০১৪ পর্যন্ত) মোট ৪ (চার) জন প্রকৌশলী প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। **নিম্নে প্রকল্প পরিচালকদের তথ্য দেয়া হলো:**

ক্র: নং	**কর্মকর্তার নাম**	**পদবি**	**পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন**	**সময়কাল**
১.	জনাব মো: আবদুল মান্নান	প্রধান প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	০১/১২/২০০৯ – ৩১/০৭/২০১১
২.	জনাব জহিরুল ইসলাম	প্রধান প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	৩১/০৭/২০১১ – ১৪/০৩/২০১৩
৩.	জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান	প্রধান প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	১৪/০৩/২০১৩ – ৩০/০৬/২০১৩
৪.	জনাব আবদুল মতিন সরকার	নির্বাহী প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	০১/০৭/২০১৩ – ৩০/০৬/২০১৪

১৭। Procurement of Works **এর উপর তথ্যাদিঃ** প্রকল্পটির অধীনে Bank Revetment Work 5.50 km এর জন্য পিপিতে বরাদ্দ ছিল ১৬৭১.৩৮ লক্ষ টাকা, দরপত্র চুক্তি হয় ১৫৬১৯.১৪ লক্ষ টাকা এবং Construction of Mandertola Regulator (4 vent): 1.50m x 1.80m) এর জন্য পিপিতে বরাদ্দ ছিল ৩০০.০০ লক্ষ টাকা, দরপত্র চুক্তি হয় ২৯৭.৫৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির প্রতিটি প্যাকেজের আওতায় পিপিআর-২০০৮ এর বিধিসমূহ প্রতিপালনসহ, টিইসি গঠনপূর্বক দরপত্র আহবান, মূল্যায়ন ও চুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। বিভিন্ন স্থানে সমাপ্তকৃত কাজের স্লোপ, ব্লকের প্রশস্থতা এবং সাইজ পরিমাপ করে ডিজাইনের সাথে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

১৮। **প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব ও উপকারভোগীদের মতামত:** প্রকল্প এলাকার জনগণ এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রচুর উপকৃত হয়েছে মর্মে তাদের মতামত ব্যক্ত করে। শহরের সমান্তরালে প্রবাহিত পদ্মা নদীর দক্ষিণ চ্যানেলের মুখ্য প্রবাহের সন্নিকটে অবস্থিত ফরিদপুর হতে চরভদ্রাসন উপজেলার সংযোগ সড়ক, ফরিদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ফরিদপুর বি.এড কলেজ, ফরিদপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফরিদপুর পুলিশ লাইন, ফরিদপুর সদর হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ, সাদীপুর হাইস্কুল ও প্রাথমিক বিদ্যালয় পদ্মা নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা হয় (চিত্র-৫) । তাছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও বেসরকারী পাকা, আধা-পাকা ঘর এবং পদ্মা নদীর তীর সংলগ্ন এলাকার হাজার হাজার হেক্টর উচ্চ ফলনশীল ফসলী জমি রক্ষা পেয়েছে। নদীর তীরে ব্যক্তি উদ্যোগে প্রচুর বনায়ন হচ্ছে যা পরিবেশ রক্ষায় অবদান রাখাবে (চিত্র-৬) । প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করায় এলাকাবাসী পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

১৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত
প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যে হচ্ছে ফরিদপুর শহর এবং তৎসংলগ্ন এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা।	অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক **ফরিদপুর শহর এবং তৎসংলগ্ন এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।**

২০। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ**প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

২১। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

২১.১। ফরিদপুর শহর রক্ষায় দু'টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হলেও **ফরিদপুর শহর রক্ষা** প্রকল্পটির কাজ যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে ভাটিতে হোসেনপুর হতে হাজীগঞ্জ বাজার পর্যন্ত (কি.মি. ৭.৮৮৫ হতে ৯.৮৮৫ পর্যন্ত=২.০০ কি.মি.) প্রকল্পের বাইরে থাকায় সেখানে ভাঙ্গন অব্যাহত আছে বলে প্রতীয়মান হয়। এ অংশে নদীতীর সংরক্ষণ কাজ করা না হলে আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অবকাঠামোসমূহ ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে;

২১.২। প্রকল্পটিতে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত ৪ (চার) জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অপরদিকে তিন বছরের কম সময়ের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক বদলীর ক্ষেত্রে সুপারিশ অনুমোদনের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি কমিটি কার্যকর থাকার পরও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় উক্ত কমিটির অনুমতি গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। যা প্রকল্প বাস্তবায়নে গৃহীত সরকারী পরিপত্রকে অবজ্ঞা করার শামিল; এবং

২১.৩। জরুরী প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার পরও প্রচুর কংক্রীট ব্লক মানুষের ফসলী জমিতে স্টক করে রাখা হয়েছে। এতে এলাকার জমির মালিকরা আবাদ করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

২২। সুপারিশ/মতামতঃ

২২.১। ফরিদপুর শহর রক্ষার জন্য ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত দু'টি প্রকল্পের কাজের স্থায়িত্ব বিবেচনায় ভাটিতে আরো ২.০০ কি.মি. (হোসেনপুর হতে হাজীগঞ্জ বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা পর্যন্ত) নদী তীর সংরক্ষণ করা প্রয়োজন;

২২.২। জরুরী প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য স্টকে রাখা কংক্রীট ব্লক সমূহ ফসলী জমি হতে নদীর পাড়ে স্তুপ আকারে রাখার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাতে ঐ সকল জমিতে কৃষকগণ ফসল/আবাদ করার সুযোগ পাবে;

২২.৩। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীর বিষয়টি পরিহার করতে হবে। ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পে পরিচালকের বদলীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে প্রকল্প পরিচালক বদলী সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ/অনুমোদন ক্রমে বদলী করতে হবে;

২২.৪। প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদির Sustainability নিশ্চিত করার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে; এবং

২২.৫। প্রকল্পটির উপর External Audit সম্পাদন করত: আইএমইডিকে এর অনুলিপি প্রদান করতে হবে।

ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
ক্রঃ নং	১	২	৩	৪	৫	৬
(ক)	**রাজস্ব ব্যয়ঃ**					
	সরবরাহ ও সেবাঃ					
	(১) টেলেক্স/ফ্যাক্স	থোক	1 item	০.১০	১টি (১০০%)	০.১০ (১০০%)
	(২) পেট্রোল ও লুব্রিকন্টে	থোক	1 item	৩.০০	থোক (১০০%)	৩.০০ (১০০%)
	(৩) স্টেশনারী, সীল, স্ট্যাম্প ইত্যাদি	থোক	1 item	১.৫০	থোক (১০০%)	১.৫০ (১০০%)
	(৪) বিজ্ঞাপন ও প্রচার	থোক	1 item	২.০০	থোক (১০০%)	২.০০ (১০০%)
	(৫) স্টিয়ারিং কমিটি ও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির জন্য সম্মানী	থোক	1 item	৫.০০	থোক (১০০%)	৪.৯৬ (৯৯.২০%)
	(৬) জরীপ ও অনুসন্ধান	থোক	1 item	৩.০০	থোক (১০০%)	৩.০০ (১০০%)
	(৭) মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ (জীপ ৩টি ও মটর সাইকেল-৬টি)	সংখ্যা	৯টি	২.০০	৯টি (১০০%)	২.০০ (১০০%)
	উপ-মোট (রাজস্ব) =			**১৬.৬০**		**১৬.৫৬ (৯৯.৭৬%)**
(খ)	**মূলধন ব্যয়ঃ**					
	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়					
	(৯) সার্ভে যন্ত্রপাতি (লেভেলিং ৩টি থিওডোলাইট ১টি)	সংখ্যা	৪টি	৩.০০	৪টি (১০০%)	৩.০০ (১০০%)
	(৯) মাল্টিমিডিয়া	সংখ্যা	১টি	১.০০	১টি (১০০%)	১.০০ (১০০%)
	(১০) হ্যান্ড জিপিএস	সংখ্যা	২টি	১.০০	২টি (১০০%)	০.৯৯ (৯৯%)
	(১১) ব্রান্ড কম্পিউটার (এক্সেসোরিজ ও লেজার প্রিন্টারসহ)	সংখ্যা	২টি	২.০০	২টি (১০০%)	২.০০ (১০০%)
	(১২) ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	১টি	১.৬০	১টি (১০০%)	১.৫৮ (৯৮.৭৫%)
	(১৩) আইপএস (৫০০ ওয়াট ক্যাপাসিটি)	সংখ্যা	১টি	০.৫০	১টি (১০০%)	০.৫০ (১০০%)
	(১৪) জমি অধিগ্রহণ	হেক্টর	০.৩২ হেক্টর	২৭.৫৮	০.৩২ হেক্টর (১০০%)	২৭.৫৮ (১০০%)
	নির্মাণ কাজঃ					
	(১৫) মান্দারতোলা রেগুলেটর নির্মাণ (৪ ভেন্টঃ ১.৫০ **x** ১.৮০ মিটার)	সংখ্যা	১টি	৩০০.০০	১টি (১০০%)	৩০০.০০ (১০০%)
	(১৬) পাইপ আউটলেট নির্মাণ (৯০০ মিঃমিঃ ডায়া)	সংখ্যা	৬টি	১১৪.৯৪	৬টি (১০০%)	১০৯.৩০ (৯৫.০৯%)

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
ক্রঃ নং	১	২	৩	৪	৫	৬
	(১৭) বক্স কালভার্ট নির্মাণ (৯০০ মিঃমিঃ/৯০০ মিঃমিঃ)	সংখ্যা	১০টি	৯৬.০৮	-	প্রয়োজন হয়নি
	(১৮) তীর সংরক্ষণ (সিএন্ডবি ঘাট হতে সাইনবোর্ড বাজার)	কি:মি:	৫.৫০কি:মি	১৬১৭১.৩৮	৫.৫০কি:মি (১০০%)	১৫৬১৯.১৪ (৯৬.৫৮%)
	(১৯)নির্মাণকালীন রক্ষণাবেক্ষণ	কি:মি:	৫.৫০কি:মি	১০০.০০	৫.৫০কি:মি: (১০০%)	৬৫.৫৩ (৬৫.৫৩%)
	উপ-মোট (মূলধন) =			**১৬৮১৯.০৮**		**১৬১৩০.৬২**
	মোট (ক + খ) =			**১৬৮৩৫.৬৮**		**১৬১৪৭.১৪**
(গ)	(২০) ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সী			**১৬১.৯০**		প্রয়োজন হয়নি
(ঘ)	(২১) প্রাইস কন্টিনজেন্সী			**৬৫৬.৬৩**		প্রয়োজন হয়নি
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) =			**১৭৬৫৪.২১**	**১০০%**	**১৬১৪৭.১৮ (৯১%)**

পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর ও সেন গ্রাম এলাকার ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগঙ্গা নদীর ভাঙ্গন হতে মহাজন বাজার এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষণ

প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত : জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের নাম : পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর ও সেন গ্রাম এলাকার ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প **(এলাকা-১),** নড়াইল জেলার নবগঙ্গা নদীর ভাঙ্গন হতে মহাজন বাজার এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষণ।

২। নির্বাহী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৪। প্রকল্পের অবস্থান : রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলার বকশীপুর-সেনগ্রাম, নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার মহাজন বাজার এবং কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলা।

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৯৮৩৫.০৫	৯৮৩৫.০৫	**৮২৬১.৪৫**	ফেব্রুয়ারী' ২০১০ হতে জুন' ২০১১	ফেব্রুয়ারী' ২০১০ হতে জুন' ২০১৪	ফেব্রুয়ারী'২০১০ হতে জুন'২০১৪	**অতিক্রান্ত হয়নি**	**১৫০%**

৬। অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি: পরিশিষ্ট-ক

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পের প্রয়োজনীয় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। মূল্যায়ন পদ্ধতি (**Methodology**) : আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে :

- PSC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- ডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- স্টিয়ারিং কমিটির কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৯। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজবাড়ী জেলাধীন পাংশা উপজেলার বকশীপুর ও সেনগ্রাম, নড়াইল জেলাধীন কালিয়া উপজেলার মহাজন বাজার এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলার বিভিন্ন এলাকা (কুমারখালী সদর, এলংগী, বারূলিয়া এবং জনিপুর) নদী ভাংগনের হাত থেকে রক্ষাপূর্বক বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী স্থাপনা, অবকাঠামো, কৃষি/অকৃষি জমি, ঘর-বাড়ি, স্কুল-কলেজ রক্ষা করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

১০। **প্রকল্পের পটভূমি:**

১০.১ রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর ও সেনগ্রাম এলাকা: ফরিদপুর ফ্লাড কন্ট্রোল ও ড্রেইনেজ প্রজেক্ট (এলাকা-১) ১৯৮৫-১৯৮৬ হতে ১৯৯২-১৯৯৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের আওতায় ১০২ কি: মি: বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও ২২টি রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়। বন্যার পানির অনুপ্রবেশ হতে ২৬,০০০ হেক্টর জমিকে রক্ষার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। পদ্মা নদীর মরফোলজীর পরিবর্তনের ফলে বকশীপুর-সেনগ্রাম এলাকাটি নদী ভাংগনের মুখে পতিত হয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির কারিগরি কমিটি মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন, জেলা-উপজেলা প্রশাসন ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সুবিধাভোগী শ্রেণির সাথে মত বিনিময় করে বকশীপুর-সেনগ্রাম এলাকায় কমপক্ষে ২.৫০ কি: মি: নদী তীর সংরক্ষণ কাজের সুপারিশ করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে প্রকল্পের এ অংশের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.২ নড়াইল জেলা মহাজন বাজার এলাকা: নবগঙ্গা নদীর ডান তীরে অবস্থিত মহাজন বাজার নড়াইল জেলার একটি বৃহত্তম ব্যবসা কেন্দ্র। মহাজন বাজার এলাকায় অবস্থিত ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্যাংক, স্কুল, বাজার (প্রায় ২৮৫ টি দোকান), মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির এবং অন্যান্য সরকারী অফিস প্রতিনিয়ত নবগঙ্গা নদীর ভাংগনের সম্মূখীন। উল্লিখিত সম্পদ রক্ষার্থে প্রকল্পের এ অংশটি বাস্তবায়ন করা হয়।

১০.৩ **কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী এলাকা:** কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলা শহর সংরক্ষণ কাজ ১৯৬৫-১৯৬৬ সাল হতে শুরূ হয়ে ১৯৭৫-১৯৭৬ সালে শেষ হয়। সত্তর দশকের শুরূতে গড়াই নদীর বামতীরের ভাংগন হতে কুমারখালী শহরকে রক্ষা করার জন্য কুমারখালী উপজেলার নন্দলালপুর ইউনিয়নের বারূলিয়া নামক স্থানে একটি গ্রোয়েন-১ এবং কুমারখালী শহর সংলগ্ন স্থানে অপর একটি গ্রোয়েন-২ নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া কুমারখালী শহর রক্ষা প্রকল্প ও জানিপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের অধীনে ১৯৮৫-৮৬ হতে ১৯৯২-৯৩ মেয়াদে নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ করা হয়। উল্লিখিত গ্রোয়েন দু'টির মধ্যবর্তী স্থানে আবারও ভাংগন শুরূ এবং কুমারখালীর ঐতিহ্যবাহী দেড় শতাধিক বছরের পুরনো এম এন উচ্চ বিদ্যালয়টি নদী গর্ভে বিলীন হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এ সকল স্থাপনা রক্ষার জন্য প্রকল্পের এ অংশটি বাস্তবায়ন করা হয়।

১০.৪ প্রকল্পের রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া ও নড়াইল অংশের জন্য পৃথকভাবে প্রথমে তিনটি ডিপিপি তৈরী করা হয়। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শে তিনটি প্রকল্প একীভূত করে একটি ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়। সর্বমোট ৫.০০ কিলোমিটার নদী তীর সংরক্ষণমূলক প্রকল্পটি ৯৮৩৫.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবং ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৯/০৩/২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১১। **প্রকল্পের সংশোধন ও অনুমোদন :** প্রকল্পটি ৯৮৩৫.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবং ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৯/০৩/২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়নি তবে দুই বার মেয়াদ বৃদ্ধি করে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

১২। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম: প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হলো:

- রাজবাড়ী (বকসীপুর-সেনগ্রাম) অংশে ২.৫০ কিলোমিটার পদ্মা নদীর তীর সংরক্ষণ;
- নড়াইল (মহাজন বাজার) অংশে ১.৯৫ কিলোমিটার নদীর তীর সংরক্ষণ; এবং
- কুষ্টিয়া (খোকসা-কুমারখালী) অংশে ০.৮৯৪ কিলোমিটার নদী তীর সংরক্ষণ

১৩। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব মো: শহিদুর রহমান	প্রধান প্রকৌশলী দক্ষিণ-পশ্চিম জোন	খন্ডকালীন	২১/০৮/২০০৮ হতে ১৬/০৮/২০১০
২।	জনাব আব্দুল মান্নান	প্রধান প্রকৌশলী দক্ষিণ-পশ্চিম জোন	খন্ডকালীন	১৬/০৮/২০১০ হতে ১৯/০৫/২০১১
৩।	জনাব আব্দুল মান্নান	প্রধান প্রকৌশলী মধ্য-পশ্চিম জোন	খন্ডকালীন	১৯/০৫/২০১১ হতে ৩১/০৭/২০১১
৪।	জনাব জহিরূল ইসলাম	প্রধান প্রকৌশলী মধ্য-পশ্চিম জোন	খন্ডকালীন	৩১/০৭/২০১১ হতে ১৪/০৩/২০১৩
৫।	জনাব মো: হাফিজুর রহমান	প্রধান প্রকৌশলী মধ্য-পশ্চিম জোন	খন্ডকালীন	১৪/০৩/২০১৩ হতে ২৯/০৬/২০১৪

১৪। প্রকল্প পরিদর্শন: প্রকল্পটি ০৭/০৩/২০১৫ খ্রি: তারিখে রাজবাড়ী অংশ এবং ১১/০৪/২০১৫ খ্রি: তারিখে কুষ্টিয়া অংশ আইএমইডি'র উপ-পরিচালক জনাব পরিমল চন্দ্র বসু কর্তৃক পরিদর্শিত হয়। পরিদর্শনকালে ফরিদপুর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (পওর) বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ড. মো: শহীদুল ইসলাম তালুকদার ও জনাব গৌরাঙ্গ সূত্রধর এবং কুষ্টিয়া পওর বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মো: নৈমূল হক উপস্থিত ছিলেন।

১৫। সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

১৫.১ প্রকল্পের আওতায় ব্লক নির্মাণ কাজ ৮টি প্যাকেজের (RBP- W1/2009-2010:- Lot:1, 2, 3, 4 এবং RBP-W3/2010-2011:- Lot:1, 2, 3, 4) আওতায় সম্পাদন করা হয়। এ সকল প্যাকেজের আওতায় ব্লক নির্মাণ কাজ ০৫/১০/২০১০ ও ১৩/১২/২০১০ ও এর মধ্যবর্তী বিভিন্ন তারিখে শুরূ হয়ে ৩০/০৬/২০১৩ ও ০২/০৬/২০১৪ এবং এর মধ্যবর্তী বিভিন্ন তারিখে সমাপ্ত হয়। মোট ব্লক নির্মাণ করা হয় ৭,১৯,৯৩৯ (সাত লক্ষ উনিশ হাজার নয় শত উনচল্লিশ)টি। Dumping এবং Placement শেষে স্টক পাইল করে রাখা হয়েছে ১,০৭,৮৭২ (এক লক্ষ সাত হাজার আটশত বাহাত্তর)টি যা মোট ব্লকের ১৪.৯৮%;

১৫.২ প্রকল্পের কারিগরি প্রতিবেদনে ৫.০০ কিউবিক মিটার/মিটার (৪০মিমিX৪০মিমিX৪০মিমি ৬০%, ৩৫মিমিX৩৫মিমি X৩৫ মিমি ৪০%) ব্লক রিজার্ভ রাখতে বলা হয়। কারিগরি কমিটি কর্তৃক বিপুল পরিমান ব্লক রিজার্ভ রাখার নির্দেশনা পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পের ক্ষেতে বিরল। ভোলা জেলায় মেঘনার মত প্রমত্তা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্পসমূহেও বিপুল পরিমান ব্লক রিজার্ভের সংস্থান নেই। রাজবাড়ীর উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী জনাব মো: সালাউদ্দিন-কে রিজার্ভ ব্লকের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান যে, কারিগরি রিপোর্টে বিপুল পরিমান রিজার্ভ ব্লকের সংস্থান থাকায় তিনিও বিস্মিত হয়েছেন। স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরুর পর থেকেই সংরক্ষণকৃত/সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত স্থান বরাবর নদীতে চর পড়তে শুরূ করে। এ কারণে ব্লক স্টক পাইলের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজবাড়ী পওর কর্তৃক ০১/০৭/২০১৪ তারিখে প্রস্তুতকৃত অফিসিয়াল হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, মোট রিজার্ভ ব্লকের পরিমান হলো ১,০৭,৮৭২ টি যা নদী তীর সংরক্ষণ কাজে নির্মাণকৃত ব্লকের

১৫%। নদীতে চর পড়ে যাওয়ার কারণেই ব্লক স্টক কম রাখতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। পদ্মা নদী প্রকল্পের স্থান হতে দূরে সরে যাওয়ায় জন্য স্টক পাইল রাখার কোন প্রয়োজন ছিল না মর্মে মনে হয়েছে। রিজার্ভের জন্য কেন ব্লক তৈরী করা হলো তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দিতে পারেননি। উল্লেখ্য যে, জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ব্লক নির্মাণ কাজ চলমান ছিল;

১৫.৩ জিও ব্যাগ ও ব্লক Dumping এবং Placement করা হয় ৪টি প্যাকেজের (RBP- W২/2009-2010:- Lot: 1, 2 এবং RBP-W২/2010-2011:- Lot: 1, 2) আওতায় ৬৪১৬৫৬ টি জিও ব্যাগ সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে ৫৯২১৫০ টি জিও ব্যাগ ডাম্পিং করা হয়। রিজার্ভ জিও ব্যাগের সংখ্যা ৪৯৫০৬টি যা মোট জিও ব্যাগের ৭.৭১%। জিও ব্যাগ রিজার্ভ রেখে সরকারী অর্থের অপচয় করা হয়েছে;

১৫.৪ প্রকল্পের উপকারভোগী স্থানীয় জনসাধারণের সাথে আলাপ করে জানা যায় যে, প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার পর পরই পদ্মা নদীতে চর পড়ে যায় এবং বর্তমান পদ্মা নদী সংরক্ষণকৃত জায়গা হতে প্রায় ৫ (পাঁচ) কিলোমিটার দূরে সরে গেছে। অর্থাৎ ৫(পাঁচ) কিলোমিটার প্রশস্ত চর পড়েছে। নদী প্রায় ৫ কি: মি: দূরে সরে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী এবং স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, এ প্রকল্পের উজানে কুষ্টিয়া জেলায় পদ্মা নদীতে একটি স্পার নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত স্পার পানি divert করছে বিধায় বিশাল এলাকা জুড়ে চর পড়েছে;

চিত্র-১: নদী তীর সংরক্ষণ কাজ ও জেগে ওঠা চর

১৫.৫ সংরক্ষণকৃত স্থানে নদী নেই। নদী তীর সংরক্ষণ কাজ টিকে আছে এবং নদী দূরে সরে যাওয়া তীর ভাংগনের কোন হুমকি নেই;

১৫.৬ স্টকে থাকা ব্লকগুলো দিয়ে জনগণ বাড়ির দেয়াল, ঘরের মেঝে তৈরী করছে। অদূর ভবিষ্যতে এ সকল ব্লক কাজে লাগবে মর্মে প্রতীয়মান হয়নি;

১৫.৭ প্রকল্পের স্টক পাইলকৃত ব্লকগুলো দরিদ্র কৃষকদের জমিতে রাখা হয়েছে। এ জায়গায় তারা ফসল উৎপাদন করতে পারছে না এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে কোন ক্ষতিপূরণও পাচ্ছে না। জনাব আজহার আলীসহ কয়েকজন কৃষক আইএমইডি'র প্রতিনিধিকে অনুরোধ করেছেন জমি হতে ব্লকগুলো সরিয়ে নিতে এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য;

চিত্র-৪: কৃষি জমিতে স্টক পাইলকৃত ব্লকের একাংশ

১৫.৮ কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ৮৯৪ মিটার গড়াই নদীর তীর সংরক্ষণ করা হয়েছে। উক্ত কাজ টিকে আছে এবং নতুন করে কোন ভাঙ্গন পরিলক্ষিত হয়নি। কয়েকজন এলকাবাসীর সাথে এ প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা করলে তাঁরা জানান যে, এ প্রকল্প গ্রহণের ফলে নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পে ১০% ব্লক রিজার্ভ রাখার সংস্থান ছিল। কিন্তু প্রকল্প এলকায় গড়াই নদীর ভাঙ্গন তীব্র না হওয়ায় এ উপ-প্রকল্পে ব্লক রিজার্ভ রাখা হয়নি মর্মে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী জানান। এতে প্রকল্পের অর্থ সাশ্রয় হয়েছে।

চিত্র-৫: কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে গড়াই নদীর তীর সংরক্ষণ।

১৬। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:** প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৯৮৩৫.০৫ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন কাল ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ৮২৬১.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা অনুমোদিত ব্যয়ের ৮৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

লক্ষ্য	অর্জন	মন্তব্য
নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজবাড়ী জেলাধীন পাংশা উপজেলার বকশীপুর ও সেনগ্রাম, নড়াইল জেলাধীন কালিয়া উপজেলার মহাজন বাজার এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলার বিভিন্ন এলাকা (কুমারখালী সদর, এলংগী, বারূলিয়া এবং জনিপুর) নদী ভাংগনের হাত রক্ষাপূর্বক উক্ত এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।	নদী ভাংগন হতে প্রকল্প এলাকা রক্ষা পেয়েছে এবং নদীতে চর জেগে রাজবাড়ী এলাকায় নতুন ভূমি সৃষ্টি হয়েছে যা গরীব কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।	সমাপ্ত প্রকল্পটি তিনটি স্থানে বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু একটি অংশ পরিদর্শন করা হয়েছে। এ কারণে প্রকল্পটির উপর সামগ্রিক মন্তব্য করা সম্ভব নয়।

১৮। সমস্যা: জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের (competent authority) **সাথে পরামর্শক্রমে** ৫.০০ কিউবিক মিটার/মিটার (৪০মিমিX৪০মিমিX৪০মিমি ৬০%, ৩৫মিমিX৩৫মিমিX৩৫ মিমি ৪০%) ব্লক এবং ১০% জিও ব্যাগ রিজার্ভ রাখতে **টেকনিক্যাল কমিটির রিপোর্টে** পরামর্শ দেয়া হয়। নদীতে চর পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও/জরূরী অবস্থা বিরাজ না করলেও রাজবাড়ী উপ-প্রকল্পের জন্য ১,০৭,৮৭২ টি এবং ৪৯৫০৬টি জিও ব্যাগ রিজার্ভ রাখা হয়েছে। এতে সরকারের প্রায় ৪.০০-৫.০০ কোটি টাকা অপচয় হয়েছে। উল্লেখ্য যে, রিজার্ভ ব্লকগুলো কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন/পরামর্শক্রমে নির্মাণ করা হয়েছে তা জানা যায়নি।

১৯। সুপারিশ:

১৯.১ যে সকল জমিতে ব্লক স্টক করে রাখা হয়েছে তা অবিলম্বে সরিয়ে নিতে হবে এবং জমির মালিকদের অবিলম্বে ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৯.২ প্রকল্পের রাজবাড়ী অংশে বিপুল পরিমান অপ্রয়োজনীয় জিও ব্যাগ সংগ্রহ ও ব্লক নির্মাণ করে রিজার্ভ রাখার পশ্চাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ব্যাক্তিগত সুবিধা কাজ করেছে কিনা তা একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় তদন্ত কমিটির মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় তদন্ত করবে এবং অতিরিক্ত জিও ব্যাগ সংগ্রহ ও রিজার্ভ ব্লক নির্মাণ করে সরকারী অর্থ অপচয়ের জন্য দায়ী কর্মকর্তাদের বিরূদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৯.৩ স্টককৃত ব্লক এ প্রকল্পের কোন কাজে লাগবে না। এ ব্লকগুলো স্থানান্তরপূর্বক অন্য কোন Emergency কাজে লাগানো যেতে পারে;

১৯.৪ প্রকল্পটির রাজবাড়ী অংশের জন্য সম্পাদিত External Audit-এ পাঁচটি অডিট আপত্তি রয়েছে যা সমাপ্তি প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু অডিট আপত্তির বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়নি। উক্ত অডিট রিপোর্ট আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে। প্রকল্পের কুষ্টিয়া অংশে একটি অডিট আপত্তি রয়েছে যা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নিষ্পত্তি করবার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিল রুট চ্যানেলের উভয় তীর বরাবর কালিগ্রাম ও মানিকদাহ নামক স্থানে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের নাম : **গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিল রুট চ্যানেলের উভয় তীর বরাবর কালিগ্রাম ও মানিকদাহ নামক স্থানে নদী তীর সংরক্ষণ।**

২। প্রকল্পের অবস্থান : গোপালগঞ্জ জেলার- গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানী ও মকসুদপুর উপজেলা

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো)

৪। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট (প্রঃ সাঃ)	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনু: ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট (প্রঃ সাঃ)	২য় এবং সর্বশেষ সংশোধিত মোট (প্রঃসাঃ)		মূল	২য় এবং সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩২৩০.৩২ (--)	৩৫১৮.৮৩ (--)	৩৫১৩.৬২ (--)	জানুয়ারি, ২০১১ হতে জুন, ২০১২	জানুয়ারি, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	জানুয়ারি, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	০৮%	২ বছর (১৩৩%)

৬। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ** বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পটির অংগভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি **পরিশিষ্ট-ক**'তে দেয়া হলো।

৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ ০ঃ প্রকল্পটির আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ প্রকল্পটির **সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে** নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা ;
- প্রকল্পের PEC/ECNEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা; এবং
- প্রকল্প এলাকাভুক্ত সুবিধাভোগীদের মতামত গ্রহণ।

৯। সাধারণ পর্যাবেক্ষণ:

৯.১। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ (১) নদীর তীর প্রতিরক্ষা কাজ (ফুকরায় মধুমতি নদীর বামতীরে চেইনেজ ০.৮০০ কি.মি. হতে. ২.৩০০ কি.মি পর্যন্ত মোট ১৫০০ মিটার); (২)তীর প্রতিরক্ষা কাজ (কালিগ্রামে MBR চ্যানেলের ডানতীরে চেইনেজ ০.৩৯২ কি.মি. হতে ১.৩৪২ কি.মি. পর্যন্ত মোট ৯৫০ মিটার); (৩) তীর প্রতিরক্ষা কাজ (মানিকদহ MBR ক্যানেলের বামতীরে চেইনেজ ০.৫৫০ কি.মি. হতে ১.৫৫০ কি.মি. পর্যন্ত ১০০০ মিটার সম্পাদনের মধ্যেমে খুলনা-গোপালগঞ্জ-ঢাকা মহাসড়ক, ফুকরা গুচ্ছগ্রাম, মার্কেট, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ,মাদ্রাসা, মন্দির, গীর্জা, ব্রীজ, কালভার্ট, রাস্তা, ঘরবাড়ী, ফসলী জমি, সরকারী-বেসরকারী সম্পদ রক্ষা করা।

৯.২। প্রকল্পের পটভূমি: প্রকল্পটির ৩টি অংগ যথা: ফুকরা, কালিগ্রাম এবং মানিকদাহ। ফুকরা অংগটি কাশিয়ানি উপজেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত মধুমতি নদীর বামতীর সংরক্ষণের জন্য গৃহীত হয়। অপরদিকে, মাদারীপুর বিল রুট চ্যানেলটি (MBR) গোপালগঞ্জ সদর এবং মকসুদপুর উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। উক্ত দু'টি উপজেলার মানিকদাহ ও কালিগ্রাম স্থানে প্রকল্পে আওতায় MBR চ্যানেলের তীর সংরক্ষণমূলক কাজের জন্য অপর দু'টি অংগ গৃহীত হয়। মধুমতি নদীটি কুষ্টিয়া জেলার তালবাড়িয়া নামক স্থানে উৎপত্তি হয়ে ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। অত:পর পিরোজপুর জেলায় বলেশ্বর নদী নাম ধারণ করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয় । অন্যদিকে, মাদারীপুর বিল রুট চ্যানেল একটি মনুষ্য সৃষ্ট নদী। খুলনার সাথে মাদারীপুর, গোয়ালন্দ, চাঁদপুর, নারায়নগঞ্জ এবং ভারতের আসামের সাথে নৌ-যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ব্রিটিশ শাসনকালে এটি খনন করা হয়েছিল। এটি গোপালগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মানিকদাহ নামক স্থানে মধুমতি নদীর সাথে একত্রিত হয়। উজানে টেকেরহাট নামক স্থানে কুমার নদীর সাথে এবং আরো উজানে মাদারীপুর জেলার কবিরাজপুর নামক স্থান আড়িয়াল খাঁ নদীর সাথে মিলিত হয়েছে।

ফুকরা একটি ঐতিহ্যবাহী এলাকা। এখানে দীর্ঘদিন যাবত মধুমতি নদীর বামতীরের ভাঙ্গন অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক বসতবাড়ী, সরকারী -বেসরকারী স্থাপনা, রাস্তাঘাট ও অন্যান্য সম্পদ নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। ফুকরা নামক স্থানের পাশ দিয়ে খুলনা-গোপালগঞ্জ-ঢাকা মহাসড়ক বিদ্যমান। এখানকার নদী ভাঙ্গন রোধ করা না গেলে কালক্রমে বিরাট জনপদের ঘরবাড়ী, বাজার, স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, ফসলী জমিসহ খুলনা-গোপালগঞ্জ-ঢাকা মহাসড়কও ভাঙ্গন কবলিত হতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গঠিত ৩টি কারিগরী টীম এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

১০। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

১০.১। সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ৩২৩০.৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় ও জানুয়ারি, ২০১১ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৮/০২/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বরাদ্দ স্বল্পতার কারণে এবং বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গনের তীব্রতার কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। এছাড়াও ফুকরা এলাকায় নদীর গভীরতাবৃদ্ধি ও ভাঙ্গন তীব্রতর হওয়ায় Curvilinear length উজানে ২৫০ মি. এবং ভাটিতে ৩৫০ মি. অর্থাৎ ৬০০ মিটার কাজ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্প সংশোধন করা হয়। আইএমইডি'র সুপারিশক্রমে ১ম বার জুন/২০১৩ পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে ২য় বার ২০১৪ পর্যন্ত প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি করা হয়। অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়।

১১। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ** (ক) জরিপ ও অনুসন্ধান এবং (খ) নদীর তীরে প্রতিরক্ষা কাজ। (১) ফুকরায় মধুমতি নদীর বামতীরে চেইনেজ ০.৮০০ কি.মি. হতে. ২.৩০০ কি.মি পর্যন্ত মোট ১৫০০ মিটার); (২) তীর প্রতিরক্ষা কাজ (কলিগ্রামে MBR চ্যানেলের ডানতীরে চেইনেজ ০.৩৯২ কি.মি. হতে ১.৩৪২ কি.মি. পর্যন্ত মোট ৯৫০ মিটার); (৩) তীর প্রতিরক্ষা কাজ (মানিকদহ MBR ক্যানেলের বামতীরে চেইনেজ ০.৫৫০ কি.মি. হতে ১.৫৫০ কি.মি. পর্যন্ত ১০০০ মিটার)।

১২। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনঃ

১২.১। প্রকল্পটি জুন,২০১৪-তে সমাপ্ত হয় এবং ২৮/১২/২০১৪ তারিখে PCR পাওয়া যায়। গত ০৩/০১/২০১৫ তারিখে আইএমইডি'র সচিব এবং মহাপরিচালক (কৃষি) মহোদয়গণ প্রকল্পটির মানিকদাহ অংশ পরিদর্শন করেন। পরবর্তীতে প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিচালক (পানি-সম্পদ) আইএমইডি ১০/০১/২০১৫ তারিখে প্রকল্পটির অন্যান্য অঙ্গ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক/নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব অখিল কুমার বিশ্বাস, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী কুমারেশ চন্দ্র সরকার, জনাব সুশীল কুমার সাজ্জাল, শাখা কর্মকর্তা, ফরিদপুর পওর

বিভাগ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া প্রকল্প সংলগ্ন এলাকার কিছু কিছু উপকারভোগী ব্যক্তিবর্গের সাথেও আলোচনা করা হয়। পানি উন্নয়ন বোর্ড সরবরাহকৃত পিসিআর, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা, পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে।

১২.২। গোপালগঞ্জ জেলার জন্য প্রকল্পটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে গোপালগঞ্জ জেলাধীন খুলনা-গোপালগঞ্জ-ঢাকা মহাসড়ক, ফুকরা গুচ্ছগ্রাম, মার্কেট, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির, গীর্জা, ব্রীজ, কালভার্ট, রাস্তা, ঘরবাড়ী, ফসলী জমি, সরকারী-বেসরকারী অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ রক্ষা পেয়েছে। বিশেষ করে মধুমতি নদীর তীরবর্তী প্রচুর বাড়ীঘর, ফসলী জমি এবং গাছপালা রক্ষা পেয়েছে (চিত্র-১ ও ২)।

চিত্র-১ পরিদর্শিত ফুকরা অংশ।

চিত্র-২ : ফুকরা অংশে নদী তীরবর্তী গাছপালা ও ফসলী জমি রক্ষার চিত্র

১৩। প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ

১৩.১ **প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ব্যয় ছিল ৩২৩০.৩২ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ছিল ৩৫১৮.৮৩ লক্ষ টাকা। মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কাল ছিল জানুয়ারি/২০১১ হতে জুন/২০১২ পর্যন্ত । প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ি জুন/২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৩৫১৩.৬২ লক্ষ টাকা (৯৯.৮৫%)।

১৩.২ **প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতিঃ**

পরিদর্শন ও পিসিআর হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পটির জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ১০০% । অনুমোদিত প্রকল্প দলিল (ডিপিপি) অনুযায়ী প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ে কাজ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ফরিদপুর পওর বিভাগ এর আওতায় ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য আলাদাভাবে কোন জনবল নিয়োগ করা হয়নি। তবে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের টাস্কফোর্স, আইএমইডি এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রকল্পটি কয়েকবার পরিদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি স্টিয়ারিং কমিটি নিয়মিত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছেন।

১৪। প্রকল্পের কাজের বর্তমান অবস্থাঃ

১৪.১। **ফুকরা এলাকাঃ** পরিদর্শনকালে ফুকরায় বাস্তবায়িত ১৫০০ মি. নদী সংরক্ষণ কাজের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়। এ স্থানে নির্মিত নদীর তীর সংরক্ষণ কাজের দৈর্ঘ্য এবং স্লোপ, প্রশস্থতা ইত্যাদির পরিমাপ নেয়া হয়। এ অংশের কাজ ডিজাইন অনুযায়ী করা হয়েছে এবং কাজের মান সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৪.২। **কালিগ্রাম এলাকাঃ** প্রকল্পের এ অংশে ৯৫০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সিসি ব্লকের আকার এবং সিসি ব্লক ও জিও ব্যাগের অনুপাত, ডিজাইন অনুযায়ী করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হলেও (চিত্র-৩) কোন কোন স্থানের কিছু ব্লক দেবে গেছে/ক্ষতিগ্রস্ত (চিত্র-৪)। ঠিকাদারকে সিকিউরিটি মানি ফেরত দেয়ার পূর্বে ঠিকাদার কর্তৃক ডেবে যাওয়া/ক্ষতিগ্রস্ত ব্লক গুলো রিপেয়ার/ঠিক করে দেওয়া জন্য ঠিকাদারকে বলা হয়েছে মর্মে গোপালগঞ্জের পওর বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী জনাব কুমারেশ চন্দ্র সরকার জানান।

চিত্র-৩: কালিগ্রাম অংশের ভাল অংশের ব্লক/কাজের চিত্র

চিত্র-৪: কালিগ্রাম অংশের ডেবে যাওয়া /ক্ষতিগ্রস্থ ব্লকে চিত্র

১৪.৩। **মানিকদাহ এলাকাঃ** অত্র বিভাগের সচিব এবং মহাপরিচালক (কৃষি) মহোদয়গণ অন্যান্য প্রকল্প পরিদর্শনকালে গত ০৩/০১/২০১৫ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের মাদারীপুর বিল রুট চ্যানেলের উভয়পাড়ে মানিকদাহ নাম স্থান অংশটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে এ অংশে ভবিষ্যত জরুরী পুর্নবাসনের জন্য বেশ কিছু ব্লক স্টক/সংরক্ষণে রাখতে দেখেন। এ স্থানে সম্পাদিত ১০০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ মূলক কাজের মান এবং স্থায়ীত্ব সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এলাকার উপকারভোগীগণ তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন।

১৫। **Procurement সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ**

প্রকল্পটির অধীনে মানিকদাহ ও কালিগ্রাম অংশে মোট ৯টি প্যাকেজে (৪টি জিও ব্যাগ সাপ্লাই ও ৫টি ওয়ার্কস) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। অপরদিকে ফুকরা অংশে মোট ৫টি প্যাজেজে (২টি জিও ব্যাগ সাপ্লাই ও ৩টি ওয়াকর্স) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। সকল প্রকিউরমেন্ট এ পিপিআর-২০০৮ এর বিধিসমূহ প্রতিপালনপূর্বক দরপত্র আহবান ও মূল্যায়ন, চুক্তি সম্পাদন এবং কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৬। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ** প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময়ে **(ডিসেম্বর,২০০৯ হতে জনু,২০১৪ পর্যন্ত) ২** জন প্রকৌশলী প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালকের তথ্য দেয়া হলোঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবি	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১.	জনাব মো: আব্দুল মজিদ মোল্লা	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	০১/০১/২০১১ –৩০/০৬/২০১৩
২.	জনাব অখিল কুমার বিশ্বাস	নির্বাহী প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	০১/০৭/২০১৩ – ১৪/০৩/২০১৪

১৭। **প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব ও উপকারভোগীদের মতামত:** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নদী ভাঙ্গন রোধ হয় এবং এর সাথে বাস্তবায়িত এলাকার (ফুকরা, মানিকদাহ ও কালিগ্রাম) ঘর-বাড়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, ইউনিয়ন হেলথ্ কমপ্লেক্স, বাজার, রাস্তা পোল্ট্রি ও ড্রেইরী ফার্মসহ অনেক স্থাপনা নদী গর্ভে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা পায়। তাছাড়া বাস্তবায়নকালীর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য কিছু পরিমাণ হলেও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। এর ফলে এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে । তাছাড়া এলাকার জমি-জমার মূল্য পূর্বের তুলনায় কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে ও জানা যায়। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করায় পরিদর্শন কালে এলাকাবাসী পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

১৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

অনুমোদিত	অর্জিত
(১) তীর প্রতিরক্ষা কাজের অংশ হিসেবে ফুকরায় মধূমতি নদীর বামতীরে (চেইনেজ ০.৮০০ হতে ২.৩০০ কি.মি পর্যন্ত) ১৫০০ মিটার নদীর তীর রক্ষা করা; (২) কালিগ্রামে MBR চ্যানেলের ডানতীরে (চেইনেজ ০.৩৯২ হতে ১.৩৪২ কি.মি. পর্যন্ত) ৯৫০ মিটার নদীর তীর রক্ষামূলক কাজ করা; (৩) মানিকদহে MBR চ্যানেলের বামতীরে (চেইনেজ ০.৫৫০ হতে ১.৫৫০ কি.মি. পর্যন্ত) ১০০০ মিটার নদীর তীর রক্ষামূলক কাজ করা; (৪) খুলনা-গোপালগঞ্জ-ঢাকা মহাসড়ক, ফুকরা গুচ্ছগ্রাম, মার্কেট, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ,মাদ্রাসা, মন্দির, গীর্জা, ব্রীজ, কালভার্ট রাস্তা, ঘরবাড়ী, ফসলী জমি, সরকারী-বেসরকারী সম্পদ রক্ষা করা।	(১) তীর প্রতিরক্ষা কাজের অংশ হিসেবে ফুকরায় মধূমতি নদীর বামতীরে (চেইনেজ ০.৮০০ হতে. ২.৩০০ কি.মি পর্যন্ত) ১৫০০ মিটার নদীর তীর রক্ষামূলক কাজ করা হয়েছে। (২) কালিগ্রামে MBR চ্যানেলের ডানতীরে (চেইনেজ ০.৩৯২ হতে ১.৩৪২ কি.মি. পর্যন্ত) ৯৫০ মিটার নদীর তীর রক্ষার কাজ করা হয়েছে। (৩) মানিকদহে MBR চ্যানেলের বামতীরে (চেইনেজ ০.৫৫০ হতে ১.৫৫০ কি.মি. পর্যন্ত) ১০০০ মিটার নদীর তীর রক্ষার কাজ করা হয়েছে এবং (৪) খুলনা-গোপালগঞ্জ-ঢাকা মহাসড়ক, ফুকরা গুচ্ছগ্রাম, মার্কেট, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির, গীর্জা, ব্রীজ, কালভার্ট, রাস্তা, ঘরবাড়ী, ফসলী জমি, সরকারী-বেসরকারী সম্পদ রক্ষা পাবে।

১৯। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃপ্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। তবে মধুমতি নদীর ফুকরার ডাউন স্ট্রীমে **উহফ** Termination থেকে মাতলা পর্যন্ত নদী তীরে প্রতিরক্ষা কাজ করা হলে প্রকল্পটি আরো টেকসহই ও ফলপ্রসু হতো মর্মে প্রতিয়মান হয়েছে।

২০। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

২০.১ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি। তবে কালিগ্রাম অংশের ২/৩টি স্থানের প্রতিরক্ষা কাজের মাঝে মাঝে কিছু ব্লক ধ্বসে গেছে। প্রকল্পটি ও তার পূর্ববর্তী প্রকল্পটির কাজের স্থায়িত্ব ও স্থায়ী সুফল প্রাপ্তির জন্য মধুমতি নদীর ফুকরার ডাউন স্ট্রীমে উহফ Termination থেকে মাতলা পর্যন্ত নদী তীর সংরক্ষণমুলক কার্যাংশটি সম্পন্ন করা না হলে আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত প্রতিরক্ষা কাজ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; এবং

২০.২ জরুরী প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য মানিকদাহ অংশে কিছু ব্লক স্টকে/সংরক্ষণ করা হলেও ফুকরা ও কালিগ্রামে কিছু ব্লক স্টকে/সংরক্ষণে রাখা প্রয়োজন ছিল কিন্তু তা রাখা হয়নি।

২১। সুপারিশ /মতামতঃ

২১.১ প্রকল্পটি ও তার পূর্ববর্তী প্রকল্পটির কাজের স্থায়িত্ব ও স্থায়ী সুফল প্রাপ্তির জন্য প্রকল্পের আওতায় যে সকল কাজ সম্পদান করা হয়েছে তা নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। একইসাথে মধুমতি নদীর ফুকরার ডাউন স্ট্রীমে উহফ Termination থেকে মাতলা পর্যন্ত নদী তীর সংরক্ষণ কার্যাংশটি সম্পাদন আবশ্যক;

২১.২ প্রকল্পটির আওতায় কলিগ্রাম অংশের যে সকল স্থানে ব্লকসমূহ ধ্বসে গেছে সেগুলো প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন;

২১.৩ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদির Sustainability নিশ্চিত করার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে; এবং

২১.৪ প্রকল্পটির উপর External Audit সম্পাদন করত: আইএমইডিকে এর অনুলিপি প্রদান করতে হবে।

প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়নপ্রতিবেদন
(সমাপ্ত : জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের নাম : রিহেবিলাইটেশন ওয়ার্ক অব তিস্তা মেইন ক্যানেল এন্ড রিলেটেড স্ট্রাকচার আন্ডার কমান্ড এরিয়া অব তিস্তা ব্যারেজ

২। নির্বাহী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৪। প্রকল্পের অবস্থান : নীলফামারী জেলার ডিমলা, জলঢাকা এবং কিশোরগঞ্জ উপজেলা

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৪৬৪.৫০	সংশোধন হয় নাই	**১২৩৬.৩০**	জুলাই' ২০১২ হতে জুন' ২০১৪	জুলাই' ২০১২ হতে জুন' ২০১৪ (সংশোধন হয় নাই)	জুলাই' ২০১২ হতে জুন' ২০১৪	**সময় অতিক্রান্ত হয়নি**	**ব্যয় অতিক্রান্ত হয়নি**

৬। অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি: পরিশিষ্ট-ক

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পের প্রয়োজনীয় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। মূল্যায়ন পদ্ধতি (**Methodology**) : আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে :

- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- ডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৯। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো "তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (১ম পর্যায়)"-এর প্রধান খাল, দু'টি গ্রোয়েন এবং খালের ঢাল সংরক্ষণের মাধ্যমে ১,১১,৪০৬ হেক্টর এলাকার সেচ ব্যবস্থা সমুন্নত রাখা। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:

৯.১ তিস্তা ব্যারেজের সেচ সুবিধা সহজতর করা;

৯.২ তিস্তা ব্যারেজের কমান্ড এরিয়ায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা; এবং

৯.৩ স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

১০। **প্রকল্পের পটভূমি:**

১০.১ তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প বাংলাদেশের সর্ব বৃহৎ সেচ প্রকল্প। প্রকল্পটি ১৯৭৯ -১৯৯৮ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। তিস্তার পানি দিয়ে বর্ষা পূর্ব ও বর্ষা পরবর্তী এবং শুষ্ক মৌসুমে রংপুর, লালমনির হাট ও নীলফামারী জেলার বিশাল এলাকায় সেচ প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পে একটি প্রধান খাল, তিনটি প্রধান সেকেন্ডারী খাল (রংপুর, দিনাজপুর এবং বগুড়া খাল) এবং ৮টি সেকেন্ডারী ও ৫টি টারশিয়ারী খাল ব্যারেজ হতে সমস্ত প্রকল্প এলকায় বিস্তৃত। যদি প্রধান খালের কোথাও ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবে সমগ্র সেচ প্রকল্পটি আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে হুমকির মধ্যে পড়বে। *প্রাকৃতিক বিভিন্ন কারণে যেমন মাটির প্রকৃতি, বৃষ্টি, ইঁদুরের গর্ত প্রভৃতি কারণে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের প্রধান খাল ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ ছাড়াও ব্যারেজের দিকে নদীর পানি সহজে প্রবাহিত করার জন্য তিস্তা নদীর উজানে ডান তীর বরাবর সংরক্ষণমূলক কাজ করা হয়েছে। এ সংরক্ষণমূলক কাজের মধ্যে ব্যারেজের উজানে গ্রোয়েন নির্মাণ অন্যতম। গত ২০০৭ এবং ২০০৮ সালের বন্যায় ব্যারেজের উজানে ৫ ও ৬ নম্বর গ্রোয়েন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তিস্তা ব্যারেজের প্রধান খাল এবং ৫ ও ৬ নম্বর গ্রোয়েন মেরামতের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।*

১০.২ সৌদি উন্নয়ন ফান্ড (এসডিএফ) তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (১ম পর্যায়)-এ ১০৫.০০ মিলিয়ন সৌদি রিয়াল ঋণ প্রদান করেছিল। উক্ত অর্থ হতে ৮৮.০০ মিলিয়ন রিয়াল প্রকল্পে ব্যয় হয় এবং ১৯৯৮ সালে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসনের জন্য ১২.২২ মিলিয়ন রিয়াল ব্যয় করা হয়। এর পর ৪.৭৮ মিলিয়ন রিয়াল অর্থ অবশিষ্ট রয়ে যায়, টাকায় যার পরিমান ৮৯৪.৮২ লক্ষ টাকা। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় তিস্তার প্রধান খালের ঢাল সংরক্ষণ এবং ৫ ও ৬ নম্বর গ্রোয়েন মেরামতের লক্ষ্যে উক্ত অর্থ ব্যয়ের জন্য সৌদি ফান্ড কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে। সৌদি উন্নয়ন ফান্ড কর্তৃপক্ষ উক্ত অর্থ ব্যয়ে সম্মতি প্রদান করে। এ ঋণ বাৎসরিক ১% হারে সার্ভিস চার্জ প্রদান করে ৫ বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ ২৫ বছরে পরিশোধ করতে হবে।

১১। **প্রকল্পের সংশোধন ও অনুমোদন:**

১১.১ বাংলাদেশ সরকার এবং সৌদি উন্নয়ন ফান্ডের অর্থায়নে (জিওবি: ৫৬৯.৬৮ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য: ৮৯৪.৮২ লক্ষ টাকা) ১৪৬৪.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় এবং জুন, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ০৮/০৮/২০১২ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় এবং ০৬/০৯/২০১২ খ্রি: তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়। প্রকল্পটি সংশোধনের প্রয়োজন হয়নি।

১২। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:** প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হলো:

- তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের প্রধান খালের উভয় তীরের বিভিন্ন অংশে ১০ কি:মি: পুনর্বাসন কার্যক্রম;
- তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের প্রধান খালের বিভিন্ন অংশের ৮ কি: মি: তীর সংরক্ষণ; এবং
- তিস্তা ব্যারেজের উজানে ৫ ও ৬ নং গ্রোয়েন পুনর্বাসন।

১৩। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:**

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব আতিকুর রহমান	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	০২ নভেম্বর, ২০১১ হতে ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত

১৪। প্রকল্প পরিদর্শন: প্রকল্পটি ১৩/১২/২০১৪ খ্রি: তারিখে আইএমইডি'র উপ-পরিচালক জনাব পরিমল চন্দ্র বসু কর্তৃক পরিদর্শিত হয়। পরিদর্শনকালে রংপুর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (পওর) বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মো: মাহবুবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

১৫। সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

১৫.১ প্রকল্পের পূর্ত কার্যক্রম ৯ টি প্যাকেজের আওতায় সম্পাদন করা হয়। দু'টি প্যাকেজের আওতায় খালের উভয় তীরে বিভিন্ন পয়েন্টে ১০.০০ কি: মি: পুনর্বাসন এবং ৫টি প্যাকেজের আওতায় ৮.০০ কি: মি: ঢাল সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও দু'টি প্যাকেজের আওতায় দু'টি গ্রোয়েন মেরামত করা হয়েছে। প্যাকেজ এন-৫৫ এর আওতায় বড় ভিটা এলাকায় ঢাল সংরক্ষণ কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে। উক্ত সংরক্ষণ কাজ টিকে আছে এবং ঢাল সংরক্ষণ কাজে ব্যবহৃত ব্লকের মান সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে;

চিত্র-১: বড় ভিটা ব্রীজ এলাকায় খালের ঢাল সংরক্ষণ কাজ

১৫.২ প্যাকেজ এন-৫৫ এর আওতায় বগলাগাড়ী এলাকায় প্রায় ১ কি:মি: ঢাল সংরক্ষণ করা হয়েছে। উক্ত কাজ টিকে আছে এবং কাজের মান ভালো মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে;

চিত্র-২: বগলাগাড়ী এলাকার ঢাল সংরক্ষণ কাজ।

১৫.৩ প্যাকেজ ডি-৫০ এর আওতায় বাঘের ব্রীজ এলাকায় খালের তীর পুনর্বাসনকল্পে মাটির কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে। উক্ত মাটির কাজ টিকে আছে কিন্তু কি পরিমান মাটির কাজ করা হয়েছে তার বাস্তব পরিমাপ করা সম্ভব হয় নাই। কারণ সংরক্ষণ কাজটি অনেক দূর ও বিভিন্ন স্থান হতে মাটি বহন করে (Carried Earth) সম্পাদন করা হয়েছে;

১৫.৪ প্যাকেজ ডি-৫৭ এবং ৫৮ এর আওতায় ৫ ও ৬ নম্বর গ্রোয়েন পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং গ্রোয়েন দু'টি পাশে আপদ কালীন সময়ের জন্য কিছু ব্লক মজুদ রাখা হয়েছে। পুনর্বাসন কাজ দু'টি টিকে আছে এবং কাজ দু'টি মজবুত মনে হয়েছে;

চিত্র-৪: পুনর্বাসনকৃত গ্রোয়েন

১৫.৫ মূল্যায়নাধীন প্রকল্পের আওতায় তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের ৩৪ কি: মি: দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট প্রধান খালের উভয় তীরের (৩৪ কি:মি: + ৩৪ কি:মি: = ৬৮ কি: মি:) প্রায় ১৫টি স্থানে ১০ কি: মি: ঢাল সংরক্ষণ করা হয়েছে;

১৫.৬ প্রকল্পটি অনুমোদিত ব্যয়ের মধ্যে যথাসময়ে শেষ হয়েছে অর্থাৎ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়নি। এ ছাড়াও প্রকল্পের সকল অনুমোদিত কাজ সম্পাদনের পর ২.১৮ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের গৃহীত প্রকল্পগুলোর মধ্যে অর্থ সাশ্রয় একটি বিরল দৃষ্টান্ত।

১৬। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:** প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ১৪৬৪.৫০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন কাল জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ১২৪৬.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা অনুমোদিত ব্যয়ের ৮৫.১০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

লক্ষ্য	অর্জন	মন্তব্য
ক) প্রধান উদ্দেশ্য হলো "তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (১ম পর্যায়)"-এর মূল খাল, দু'টি গ্রোয়েন এবং খালের ঢাল সংরক্ষণের মাধ্যমে ১,১১,৪০৬ হেক্টর এলাকার সেচ ব্যবস্থা সমুন্নত রাখা। (খ) তিস্তা ব্যারেজের কমান্ড এরিয়ায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা; (গ) স্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;	(ক) তিস্তার ব্যারেজ প্রকল্পের ৩৪ কি: মি: দৈর্ঘ্যের প্রধান খালের বিভিন্ন স্থানে ১০ কি:মি: পুনর্বাসন, ৮ কি:মি: ঢাল সংরক্ষণ এবং ২টি গ্রোয়েন পুনর্বাসনের মাধ্যমে প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে; (খ) প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের সেচ সুবিধার উন্নতি হওয়ায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে; (গ) প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় স্থানীয় গরীব জনগণ কাজের সুযোগ পেয়েছে;	ক) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করা হয়েছে তবে তিস্তা প্রকল্পের প্রধান খাল, সেকেন্ডারী খালের দুই তীরের মাটি হলো বালু মাটি, এ কারণে খুব সহজেই রেইন কাট হয় এবং গবাদি পশু চলাচল করলেও সহজে ভেঙ্গে পরার প্রবণতা রয়েছে; খ) প্রকল্প এলাকায় মাঠ পর্যায়ে কৃষি উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য ছাড়া উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি যাচাই করা সম্ভব নয়। সেচ সুবিধার উন্নতি হওয়ার কারণে ধারণা করা যায় যে, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে; (গ) প্রকল্পটি স্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টিমূলক নয়;

১৮। সমস্যা:

১৮.১ প্রকল্পটি জুন, ২০১৪ মাসে সমাপ্ত হয়েছে কিন্তু ক্যানেলের দুই ধারের বিভিন্ন স্থানে ভাংগন দেখা গেছে। পরিদর্শনকালে উপস্থিত নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, খালের ডাইক বালু মাটির হওয়ায় প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে রেইন কাট (Rain Cut) হয়;

১৮.২ তিস্তা প্রকল্পের প্রধান খালের ডাইক বরাবর কিছু দরিদ্র লোক ঘর বাড়ি তৈরী করে বসবাস করছে যা খালের অস্তিত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ। গরীব এ সকল লোকদের পুনর্বাসন করে স্থানান্তর করা প্রয়োজন;

১৮.৩ প্রতি বছর মেরামত ও সংরক্ষণ কাজে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পে পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেয়া হয় না মর্মে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী জানান।

১৯। সুপারিশ:

১৯.১ তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের উৎপাদনশীলতা সমুন্নত রাখতে মেরামত ও সংরক্ষণ কাজের জন্য প্রতি বছর প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন;

১৯.২ তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প এলাকা রংপুর, নীলফামারী ও লালমনির হাট জেলার শস্য ভান্ডার। এ জেলাগুলোতে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রকল্পটির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদানপূর্বক প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ করা প্রয়োজন;

১৯.৩ প্রকল্পটির External Audit সম্পাদনপূর্বক অডিট পর্যবেক্ষণ আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

Environmental Impact Assessment (EIA) Study of Different BWDB Projects to be Implemented Under Climate Change Trust Fund (CCTF) শীর্ষক
প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়নপ্রতিবেদন
(সমাপ্ত: জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : Environmental Impact Assessment (EIA) Study of Different BWDB Projects to be Implemented Under Climate Change Trust Fund (CCTF).

২। **(ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৩। **প্রকল্প এলাকা** : **সমগ্র বাংলাদেশ**

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় টাকা প্রঃ সাঃ	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল টাকা প্রঃসাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৯.১৬ ১৯৯.১৬ -	-	১৯৮.৪৬ ১৯৮.৪৬ -	অক্টোবর, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩	অক্টোবর, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪	অক্টোবর, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪	অতিক্রান্ত হয়নি	৪৬%

৫। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** বাংলাদেশ সরকার।

৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রহণযোগ্য ও নির্ভরশীল EIA প্রণয়ন;
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প গ্রহণের ফলে পরিবেশের উপর সম্ভাব্য সৃষ্ট প্রভাব চিহ্নিতকরণ , পরিমাণ নির্ণয় ও মূল্যায়ন এবং সে অনুয়ায়ী প্রকল্পের ডিজাইন প্রণয়ন এবং
- দীর্ঘমেয়াদী টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সমাজিক এবং পরিবেশগত সম্পদের মধ্যে সমতা রক্ষা।

৭। **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

বাংলাদেশ প্রায়ই প্রাকৃতিক দুযোর্গের সম্মুখীন হয়। এতে সম্পদ, জীবন, অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। প্রকল্প গ্রহণের ফলে পরিবেশের উপর সম্ভাব্য সৃষ্ট প্রভাব চিহ্নিতকরণ ও প্রভাব নিরুপণের জন্য Environmental Impact Assessment (EIA) করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পসমূহ Red ক্যাটাগরি হওয়ায় জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব প্রেরণের জন্য ডিপিপি EIA প্রতিবেদন অন্তর্ভূক্ত করা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য ১৩৬টি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয় যার মধ্যে ৩১টি অনুমোদিত হয়েছে বাকী ১০৫টি অননুমোদিত। এর মধ্যে বাস্তবায়িতব্য ৩০টি প্রকল্পের EIA প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি প্রহণ করা হয়।

৮। **প্রকল্পর অনুমোদন ও সংশোধনঃ** আলোচ্য মূল প্রকল্পটি ১৯৯ .১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর, ১২ হতে ডিসেম্বর , ১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। যার প্রশাসনিক আদেশ ২৯.১১.২০১২ তারিখে জারী করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প ব্যয় ঠিক রেখে মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে (অক্টোবর, ১২ হতে জুন, ১৪) এবং পুরাতন ৩০টির মধ্যে ৯টি উপ-পকল্পের পরিবর্তে নতুন ৯টি উপ-প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত করে প্রকল্পটি ১ম বার সংশোধন করা হয়। যার প্রশাসনিক আদেশ ১১.১১.১৩ তারিখে জারী করা হয়।

৯। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ পরিশিষ্ট** –ক দ্রষ্টব্য।

১০। **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

১১। **মূল্যায়ন পদ্ধতি:** প্রকল্পটির সমাপ্ত মুল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে:

- প্রকল্পের টিপিপি পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১২। **প্রকল্প পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ** গত ০৮.০২.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক জনাব লসমী চাকমা কর্তৃক প্রকল্পের সমাপ্ত কার্যক্রম পরিদর্শন এবং তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পর্যবেক্ষণঃ

১২.১ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ছিল মূলত পরামর্শক সেবা ক্রয়। টিপিপির সংস্থান অনুয়ায়ী Single Source Selection (SSS) পদ্ধিতিতে Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) এর সাথে ১৯৪.২৬ লক্ষ টাকায় ০৫.০৩.২০১৩ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি অনুয়ায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ ০৪.০১.১৪ তারিখ। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমীক্ষা প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। সমীক্ষা প্রতিবেদেনে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প গ্রহণের ফলে পরিবেশর উপর সম্ভাব্য সৃষ্ট প্রভাব চিহ্নিতকরণ, পরিমাণ নির্ণয় ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। এছাড়া পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব নিরূপণে Environmental Management Plan (EMP) প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত ৩০টি উপ-প্রকল্পের কাঙ্খিত উদ্দেশ্য অর্জনে সমীক্ষা প্রতিবেদনে প্রণীত EMP অনুসরণের সুপারিশ করা হয়ছে।

১২.২ জলাবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুয়ায়ী পর্যায়ক্রমে ৩০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান।

১২.৩ ইত্যোমধ্যে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকরণে আরো ৩০টি প্রকল্পের EIA সম্পাদনের জন্য Environment Inpact Assessment (EIA) Study of 30 Different BWDB Project to be Implemented under Climate Change Trust Fund (CCTF) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

১৩। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব মোঃ আব্দুর রহমান আকন্দ	পরিচালক	খন্ডকালীন	০৪/১০/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪

১৪। **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ** আলোচ্য প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত মূল কার্যক্রম ছিল পরামর্শক সেবা ক্রয়। টিপিপি অনুয়ায়ী Single Source Selection (SSS) পদ্ধতিতে ১৯৪.২৬ লক্ষ টাকায় Center For Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) এর সাথে ০৫.০৩.২০১৩ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি অনুয়ায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ০৪.০১.২০১৪। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমীক্ষা সম্পাদন পূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৫। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

উদ্দেশ্য	অর্জন
• পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রহণযোগ্য ও নির্ভরশীল EIA প্রণয়ন; • বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প গ্রহণের ফলে পরিবেশের উপর সম্ভাব্য সৃষ্ট প্রভাব চিহ্নিতকরণ , পরিমাণ নির্ণয় ও মূল্যায়ন এবং সে অনুয়ায়ী প্রকল্পের ডিজাইন প্রণয়ন এবং • দীর্ঘমেয়াদী টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সমাজিক এবং পরিবেশগত সম্পদের মধ্যে সমতা রক্ষা।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুয়ায়ী পরিবেশের ভারসম্য রক্ষায় গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরশীল EIA প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প গ্রহণের ফলে পরিবেশের উপর সম্ভাব্য সৃষ্ট প্রভাব চিহ্নিতপূর্বক নিরূপণে Enviornment Management Plan প্রণয়ন করা হয়ছে।

১৬। **সমস্যাঃ**

১৬.১ যে ৩০টি প্রকল্পের EIA সম্পাদন করা হয়েছে সেগুলো অনুমোদিত না হলে EIA এর জন্য ব্যয়িত অর্থ কাজে আসবে না। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল (CCTP) খাতে প্রকল্প অনুমোদনের জন্য কোন অগ্রাধিকার পদ্ধতি না থাকায় EIA এর জন্য নিশ্চিত প্রকল্প তালিকা যথাযথভাবে প্রণয়ন করা যায় না। শুধুমাত্র অনুমোদনের সম্ভাবনা অনুয়ায়ী প্রকল্প বাচাই করা হয়;

১৬.২ প্রকল্পের পিসিআর ও প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এই প্রকল্পের Internal ও External কোন প্রকার অডিট করা হয়নি।

১৭। **সুপারিশ/মতামতঃ**

১৭.১ ভবিষ্যতে EIA সম্পাদনের জন্য সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকার পদ্ধতি অনুয়ায়ী প্রকল্প নির্ধারণ করা যেতে পারে;

১৭.২ প্রকল্পের Internal ও External অডিট সম্পাদন পূর্বক আইএমই বিভাগকে অবহিত করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট-ক

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক **(%)**	বাস্তব **(%)**	আর্থিক **(%)**	বাস্তব **(%)**
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	কনসালটেন্সি		১৯৪.২৬	১০০%	১৯৪.২৫	১০০%
২।	পাউবো'র TA/DA		১.০০	-	০.৯৯	-
৩।	পাউবো'র স্টেশানারি		১.০০	-	১.০০	-
(গ)	কন্টিনজেন্সি		০.৪০	-	০.০০	-
(ঘ)	যানবাহন ব্যবস্থাপনা (ফুয়েল ও লুব্রিকেন্টসহ) (বাপাউবো)		২.৫০	-	২.২২	-
	সর্বমোট =		**১৯৯.১৬**		**১৯৮.৪৬**	

Main River Flood and Bank Erosion Risk Management Program (MRFBERMP)
প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়নপ্রতিবেদন
(সমাপ্ত : জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : Main River Flood and Bank Erosion Risk Management Program (MRFBERMP)

২। **(ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৩। **প্রকল্প এলাকা** :

বিভাগ	**জেলা**	**উপজেলা**
ঢাকা	মানিকগঞ্জ	জাফরগঞ্জ, হরিরামপুর

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল জিওবি প্রকল্প সাহায্য	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৫৬৯.৬৯ ৫৪৯.১০ ১০২০.৫৯	-	১৪৮২.৭৬	এপ্রিল, ২০১২ হতে জুন, ২০১৩	এপ্রিল, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪	এপ্রিল, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪	ব্যয় অতিক্রান্ত হয়নি	৮০%

৫। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকার।

৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

ক) কাঠামো ও অবকাঠামোগত ব্যবস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধনের জন্য দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পর্যায়ক্রমে তীর সংরক্ষণ কাজের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা; এবং

খ) বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত সমীক্ষা সম্পাদন ও সুপারিশ প্রণয়ন।

৭। **প্রকল্পের পটভূমিঃ** বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নদী ভাঙ্গণ থেকে রক্ষার নিমিত্তে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় 'যমুনা-মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন ' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। পাইলট প্রকল্প হিসেবে প্রকল্পটি ২০০২ -০৩ সালে শুরু হয়ে ২০১০-১১ সালে সমাপ্ত হয়। এই প্রকল্পে লাঞ্চিং এ্যাপ্রোনে সিসি ব্লক ডাম্পিং এর সনাতনী পদ্ধিতির পরিবর্তে বালু ভর্তি জিও-টেক্সটাইল ব্যাগ দ্বারা এরিয়া কভারেজ পদ্ধিতিতে টোটাল স্টেশন ও বার্জের মাধ্যমে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে জিও -ব্যাগ ডাম্পিং করে নদী ভাঙ্গণ রোধে নতুন এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এ পদ্ধিতিটি নদী ভাঙ্গণ রোধে একটি মূল্য সাশ্রয়ী ও কার্যকরী টেকসই পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। 'যমুনা-মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন ' প্রকল্পটি মূল্যসাশ্রয়ী ও টেকশই প্রকল্প হিসেবে সফল বাস্তবায়নের পর জেএমআরইএমপি এর আদলে একই ধরনের প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এগিয়ে আসে। সে লক্ষ্যে একটি বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়নের জন্য 'Main River Flood and Bank Erosion Risk Management Program (MRFBERMP)' শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮। **প্রকল্পর অনুমোদন ও সংশোধনঃ** পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১০ .০৫.২০১২ তারিখে মূল সমীক্ষা প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়। প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ১৫৬৯.২৫ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল এপ্রিল ২০১২ হতে জুন ২০১৩। পরবর্তীতে প্রকল্পের অফিস ব্যবস্থাপনা অঙ্গে ৪.০০ লক্ষ টাকা কমিয়ে জরিপ ও পরিবীক্ষণ অঙ্গে ৪ .০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করে Bathymetric and Topographic সার্ভে কাজটি অন্তর্ভূক্ত করে প্রকল্পটি ১ম বার সংশোধন করা হয়। সংশোধিত প্রকল্পের অনুমোধিত ব্যয় ১৫৬৯.২৫ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল এপ্রিল ২০১২ হতে জুন ২০১৪, যার প্রশাসনিক অনুমোদন ০৩.০৭.২০১৩ তারিখে জারী করা হয়।

৯। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- পরামর্শক সেবা বৈদেশিক (২২.৫ জনমাস);
- পরামর্শক সেবা দেশীয় (৩৫ জনমাস)
- জরিপ ও পরিবীক্ষণ এবং
- অফিস রক্ষণাবেক্ষণ।

১০। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ** পরিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য।

১১। **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

১২। **মূল্যায়ন পদ্ধতি:** প্রকল্পটির সমাপ্ত মুল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে:

- প্রকল্পের টিপিপি পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৩। **প্রকল্প পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ** গত ০৮.০২.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক জনাব লসমী চাকমা কর্তৃক প্রকল্পের সমাপ্ত কার্যক্রম পরিদর্শন এবং তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পর্যবেক্ষণঃ

১৩.১ প্রকল্পের কার্যক্রম মূলত পদ্মা, গঙ্গা ও যমুনা নদী তীর সংরক্ষণের জন্য সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন। টিপিপির সংস্থান অনুয়ায়ী মোট (দেশীয় ও বৈদেশিক) ১০২০.৫৯ লক্ষ টাকায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Northwest Hydraulic Consultants Ltd. (NHC), Canada in association with Resource Planning and Management Consultants (pvt.) Ltd. Bangladesh এর সাথে ১৫.০৮.১২ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি অনুয়ায়ী পরামর্শক দল কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজসমূহ সম্পাদন করা হয়:

- পরামর্শক দল ১৫ আগস্ট, ২০১২ তারিখ হতে মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু করে;
- ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখ Inception Report দাখিল করে;
- ১৪ নভেম্বর, ২০১২ তারিখ Inception Report এর উপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়;
- মার্চ, ২০১৩ তারিখ Inception Report দাখিল;
- ১১ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখ Inception Report এর উপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়;
- ৫ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখ খসড়া চূড়ান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল;
- ১০ জুন, ২০১৩ তারিখ খসড়া চূড়ান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদনের উপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়;
- ৩০ জুন, ২০১৩ তারিখ খসড়া DPP দাখিল করা হয়।

১৩.২ পরিদর্শনে আরো জানা যায়, পরামর্শক দল কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করে যা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তীতে সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে "Flood and River Bank Erosion Risk Management Improvement Program" প্রকল্পটি করা হয় যা একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ৮২৮৫৬.০০ লক্ষ টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির মেয়াদ এপ্রিল ১৪ হতে ডিসেম্বর ১৮ পর্যন্ত।

১৪। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	মোঃ আব্দুল কুদ্দুস	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	২৮/০২/২০১০ হতে ২০/০৪/২০১৪
২।	এ.এম. আমিনুল হক	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	২১/০৪/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৪

১৫। **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ** আলোচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম মূলত পরামর্শকদের (দেশী ও বিদেশী) কাছ থেকে পরামর্শক সেবা ক্রয়। টিপিপির সংস্থান অনুয়ায়ী ১০২০.৫৯ লক্ষ টাকায় সেবা ক্রয় করা হয়। যা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের নীতিমালা অনুয়ায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানানো হয়।

১৬। **অডিট সংক্রান্ত তথ্যঃ** পিসিআর অনুয়ায়ী প্রকল্পটির External Audit **সম্পন্ন করা হয়নি।**

১৭। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত সম্ভাবতা সমীক্ষণ সম্পাদন ও সুপারিশ প্রণয়ন;	ক) পরামর্শক কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে যা ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে; খ) সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুয়ায়ী "Flood and Riverbank Erosion Risk Managment Investment Program (FRERMIP)" নামে একটি বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়;

১৮। **সমস্যাঃ** আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি। তবে প্রকল্পের External Audit সম্পাদন করা হয়নি, যা দ্রুত সম্পাদন করা প্রয়োজন।

১৯। **সুপারিশ/মতামতঃ**

১৯.১ সমীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশ সমূহে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে; এবং

১৯.২ প্রকল্পের External Audit দ্রুত সম্পাদন পূর্বক আইএমইড বিভাগকে অবহিত করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট-ক

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক **(%)**	বাস্তব **(%)**	আর্থিক **(%)**	বাস্তব **(%)**
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	বেতন ও ভাতা		৩৭৩.৯৬		৩৭৩.৯৬	
২।	পরামর্শক ফি (বৈদেশিক)		৩৬৩.৩৩	২২.৫০%	৫৯০.৬৪	২২.৪৫০%
৩।	পরামর্শক ফি (দেশী)		৩৮৪৩২৬.০০	৩৫.০০%	৩৪৩.১৬	৩৬.০০%
৪।	অফিস রক্ষণাবেক্ষণ (PMO, SMO)		৩১.১৪		৩১.০০	
৫।	জরিপ ও পরিবীক্ষণ		১৩৪.০০		১৩৪.০০	
৬।	কন্টিনজেন্সী		১০.০০		১০.০০	
	সর্বমোট =		**১৫৬৯.৬৯**		**১৪৮২.৭৬**	**১০০%**

Preparing Irrigation Management Improvement Investment Program (PPTA-IMIIP) in Muhuri Irrigation Project

প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত : জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : Preparing Irrigation Management Improvement Investment Prog (PPTA-IMIIP) in Muhuri Irrigation Project.

২। **(ক) উদ্যোগী মন্ত্রনালয়/ বিভাগ** : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)

৩। **প্রকল্প এলাকা** : চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম ও ফেনী জেলার ৭টি উপজেলা

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ**

(কোটি টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা জিওবি	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম)	মোট টাকা জিওবি	মূল	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেক মেয়াদ বৃদ্ধি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৯৮.১৬ **৪৩.০০** **৬৫৪.৫৬**	-	**৬৫৯.৬৫** **৫.৬৫** **৬৫৪.০০**	অক্টোবর, ২০১২ হতে অক্টোবর, ২০১৩	অক্টোবর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪	অক্টোবর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪	-৬.০০%	**৬৬%**

৫। প্রকল্পের অর্থায়নঃ জিওবি ও এডিবি।

৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত Command Area Development Project-II (CAD-II) এবং Developing Innovative Approach to Management of Major Irrigation Systems (DIAMMIS) শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের ফলাফল পর্যালোচনা করা।
- এডিবি'র Multi-Tranche Financing Facility (MFF) এর সাথে সংগতি আনয়ন করা।
- বিস্তারিত প্রকৌশল এবং প্রোগ্রাম নকশার সমন্বয়ে মুহুরী সেচ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন ও পরিমার্জন করা।
- প্রকল্পের সর্বশেষ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিশেস্নষন পুনর্বিবেচনা এবং হাল নাগাদ করা।
- মুহুরী সেচ প্রকল্পের জন্য Specialized Management Unit (SMU) এবং Irrigation Service Charge (ISC) সম্বলিত উন্নত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চূড়ান্ত করা।
- খসড়া ডিপিপি এবং প্রাথমিক ক্রয় প্যাকেজ এর শর্তাবলী প্রণয়ন করা।

৭। **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) কর্তৃক প্রদত্ত কারিগরী সহযোগীতার ধারাকাহিকতায় বৃহদাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প সমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Command Area Development Project-II (CAD-II) শীর্ষক প্রকল্পের Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) এডিবি কর্তৃক ডিসেম্বর ২০০৫ এ অনুমোদিত হয় এবং PPTA কর্তৃক ফেব্রুয়ারি ২০০৭ হতে সেপ্টেম্বর ২০০৮ সময়ে কাজটি পরিচালিত হয়।

CAD-II প্রকল্প বাস্তবায়নের পর CAD-II প্রকল্পের চিহ্নিত সমস্যা বিশেষত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এর সম্ভাব্য উপায় নির্ধারণের লক্ষ্যে DIAMMIS শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের Capacity Development Technical Assistance (CDTA) পরিচালিত হয়। প্রধান সেচ ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা/ ব্যবস্থাপনার জন্য উদ্ভাবনী পদ্ধতি প্রবর্তন করা ছিল এই কারিগরী সহযোগীতার মূল উদ্দেশ্য। সমীক্ষায় পরীক্ষামূলক প্রকল্প হিসেবে মুহুরী সেচ প্রকল্পের জন্য Specialized Management Unit (SMU) সম্বলিত উন্নত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়। সে মোতাবেক মুহুরী সেচ প্রকল্প (MIP) এর আধুনিকায়ন/পুনর্বাসনসহ তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে কার্যকরী Irrigation Service Charge (ISC) আদায়ের লক্ষ্যে চাহিদা মাফিক পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতিযুক্ত Improved Management উদ্ভাবন ও বিনিয়োগ প্রকল্পের খসড়া ডিপিপি প্রণয়নের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর আর্থিক সহায়তায় অক্টোবর ২০১২ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে Preparing Irrigation Management Improvement Investment Program (PPTA-IMIIP) in Muhuri Irrigation Project (MIP) শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ** প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম হচ্ছে প্রশিক্ষণ , সেমিনার, পরামর্শকসেবা, জরিপ, রিপোর্ট প্রদান, যানবাহন মেরামত, যাতায়ত এবং আনুষঙ্গিক খরচ ইত্যাদি।

৯। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ** আলোচ্য প্রকল্পের মূল প্রকল্পের ডিপিপি ২৯ নভেম্বর ২০১২ খিঃ তারিখে অক্টোবর ২০১২ হতে অক্টোবর ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন হয়। পরবর্তীতে ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ অক্টোবর ২০১২ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়।

১০। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ পরিশিষ্ট** –ক দ্রষ্টব্য।

১১। **প্রকল্প পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ** গত ০৬/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আইএমইডি 'র সহকারী পরিচালক জনাব লসমী চাকমা কর্তৃক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্প অফিস পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পর্যবেক্ষণঃ

১১.১ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হলো পরামর্শক সেবা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, রিপোর্ট প্রদান, যানবাহন মেরামত, আনুষঙ্গিক খরচ প্রভৃতি। পরিদর্শনে জানা যায়, পিপিপির ৫৪৮.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬ জন আন্তর্জাতিক কনসালট্যান্ট ১৫ জনমাস এবং ৮ জন দেশীয় কনসালট্যান্ট ২৫ জনমাসের জন্য নিয়োগের সংস্থান ছিল। টিপিপির সংস্থান অনুয়ায়ী ৪৫৮.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৪০ জন কনসালট্যান্ট নিয়োগ দেয়া হয়েছে;

১১.২ রির্পোর্টস এন্ড কমুনিকেশনঃ প্রকল্পের টিপিপিতে ৪.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রির্পোটস এবং কমুনিকেশন এর সংস্থান ছিল। ৪.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তা সম্পাদন করা হয়েছে;

১১.৩ টিপিপি'র আরেকটি অন্যতম অঙ্গ জরিপ। টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ৩৬.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জরিপকাজ সম্পাদন করা হয়েছে;

১১.৪ প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃত ৪০ জন কনসালট্যান্ট Irrigation Management Improvement Investment Program (IMIP) **সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জুন, ২০১৪ তে দাখিল করেছেন। সেচ প্রকল্পের পুনবার্সন, আধুনিকায়ন এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বিষয়গুলো প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।**

১১.৫ প্রকল্পের টিটিপিতে ওয়ার্কশপ, ট্রেনিং, সেমিনার এবং কনফারেন্স খাতে ১৩.০৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সংস্থান ছিল। অনুমোদিত ব্যয় অনুয়ায়ী এসব কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে ফলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান। তবে এ সংস্থার কোন তথ্য প্রকল্প কার্যালয়ে সংরক্ষণ করা হয়নি। ফলে পরিদর্শনে এ সংক্রান্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

১২। **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

১৩। **মূল্যায়ন পদ্ধতি:** প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে:

- প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের টিপিপি পর্যালোচনা;
- প্রকল্প পরিদর্শন তথা সর্বশেষ প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা;
- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা এবং
- সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা।

১৪। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (পিসিআর অনুয়ায়ী):**

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল	
				আরম্ভ	সমাপ্ত
১।	জনাব মো: মাসুদ আহম্মেদ	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	১১ মার্চ ২০১১	০১ অক্টোবর ২০১২

১৫। **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ** এই কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বড় ধরণের কোন ক্রয় কার্যক্রম ছিল না। পরামর্শকদের (দেশী ও বিদেশী) কাছ থেকে পরামর্শক সেবা এবং যানবাহনের রিপেয়ার, মেইটেন্যান্স, কম্পিউটার ও অফিস ইকুইপমেন্ট রিপেয়ার করা হয়েছে। সকল ক্রয় কার্যক্রম এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের নীতিমালা অনুয়ায়ী সম্পন্ন করা হয়ছে বলে জানানো হয়।

১৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য (আরডিপিপি অনুযায়ী)	**অর্জন** (পিসিআর অনুযায়ী)
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) কর্তৃক বাস্তবায়িত Command Area Development Project-II (CAD-II) Ges Developing Innovative Approach to Management of Major Irrigation Systems (DIAMMIS) শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের ফলাফল পর্যালোচনা করা।	CAD-II এবং DIAMMIS প্রকল্পের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক হালনাগাদ করা হয়েছে।
এডিবি'র Multi-Tranche Financing Facility (MFF) এর সাথে সংগতি আনয়ন করা।	ডিসেম্বর ২০১৩ এ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের সেচ খাতে বিনিয়োগ প্রকল্পে অর্থায়নের নীতিমালা পরিবর্তন করে MFF হতে Standalone প্রকল্প গ্রহণের ব্যাপারে সম্মত হয়। এডিবি'র অর্থায়নে MIP এর জন্য Irrigation Management Improvement Project (IMIP) হলো প্রথম Standalone প্রকল্প। পরবর্তীতে Ganges-Kobadak Irrigation Project (GKIP) এবং Teesta Barrage Irrigation Project (TBP) আলাদা Standalone প্রকল্প হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

বিস্তারিত প্রকৌশল এবং প্রোগ্রাম নকশার সমন্বয়ে মুহুরী সেচ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন ও পরিমার্জন করা।	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন ও সংশোধনপূর্বক চূড়ান্ত প্রতিবেদন জুন ২০১৪ এ দাখিল করা হয়েছে। মুহুরী সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন, আধুনিকায়ন এবং উন্নত ব্যাবস্থাপনা পদ্ধতির বিষয়গুলো প্রতিবেদনটিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
প্রকল্পের সর্বশেষ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিশেস্নষন পুনর্বিবেচনা এবং হাল নাগাদ করা।	সর্বশেষ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিশেস্নষন সম্পাদন করা হয়েছে এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন এ সংযোজন করা হয়েছে। অর্থনৈতিক বিশেস্নষন এর ফলাফল সন্তোষজনক হয়েছে।
মুহুরী সেচ প্রকল্পের জন্য Specialized Management Unit (SMU) এবং Irrigation Service Charge (ISC) সম্বলিত উন্নত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চূড়ান্ত করা।	উন্নত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নিশ্চিত করার জন্য প্রাইভেট সেক্টর অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে Public Private Partnership (PPP) মডেল অনুসারে Specialized Management Unit (SMU) এর আদলে Irrigation Management Operator (IMO) প্রতিষ্ঠার বিষয়টি IMIP প্রকল্পের DPP এর মাধ্যমে অনুমোদিত হয়েছে। IMIP (For MIP) প্রকল্পের সুবিধাভোগী এবং Implementation Coordination Committee (ICC) এর সাথে আলোচনাপূর্বক সেচ চার্জ নির্ধারণের সংস্থান রাখা হয়েছে।
খসড়া ডিপিপি এবং প্রাথমিক ক্রয় প্যাকেজ এর শর্তাবলী প্রণয়ন করা।	এডিবি এর পরামর্শক কর্তৃক দাখিলকৃত খসড়া ডিপিপি এর ভিত্তিতে বাপাউবো কর্তৃক চূড়ান্ত ডিপিপি প্রণয়ন করা হয় এবং তা ১৭/০৬/২০১৪ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রাথমিক ক্রয় প্যাকেজ এর শর্তাবলীও প্রস্তুত করা হয়।

১৭। প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর প্রভাবঃ

Preparing Irrigation Management Improvement Investment Program (PPTA-IMIIP) in Muhuri Irrigation Project (MIP) শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে Irrigation Management Improvement Project (For Muhuri Irrigation Project) শীর্ষক অনুমোদিত বিনিয়োগ প্রকল্পটি বর্তমানে চলমান রয়েছে।

১৮। সমস্যা

১৮.১ প্রকল্প কার্যালয়ে পরামর্শক নিয়োগ এবং ট্রেনিং প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি এবং

১৮.২ প্রকল্পের পিসিআর ও প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এই প্রকল্পের Internal ও Exteranl কোন প্রকার অডিট করা হয়নি।

১৯। সুপারিশঃ

১৯.১ পরামর্শক নিয়োগ, ট্রেনিং, ওয়ার্কশপসহ প্রকল্পের সব ধরণের তথ্য প্রকল্প কার্যালয়ে সংরক্ষণ ও সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে এবং

১৯.২ প্রকল্পটির অডিট দ্রুত সম্পন্ন করে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

পরিশিষ্ট-ক

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ

(**লক্ষ টাকায়)**

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অঙ্গের নাম (টিপিপি অনুযায়ী)	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (টিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১.	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	লিটার	১	১.৫০	১	১.৪৯৪৯ (১০০%)
০২.	গ্যাস এন্ড ফুয়েল ডিপি-III	লিটার	১	১.৫০	১	১.৩৭১৬ (৯১%)
০৩.	কনসালট্যান্ট	জন মাস	৪০	৪৫৮.১৯	৪০	৪৫৮.১৯ (১০০%)
০৪.	ইন্টারন্যাশনাল ও স্থানীয় ভ্রমণ		১	৬১.৩৭	১	৬১.৩৭ (১০০%)
০৫.	রির্পোট এবং কমিউনিকেশন			৪.৯১		৪.৯১ (১০০%)
০৬.	ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ, সেমিনার এবং কনফারেন্স			১৩.০৯		১৩.০৯ (১০০%)
০৭.	জরিপ			৩৬.৮২		৩৬.৮২ (১০০%)
০৮.	গাড়ী মেরামত			১.৫০	১	১.৪৮৩৭ (১০০%)
০৯.	হিরিং চার্জ (গাড়ী)			১৬.৩৬	১	১৬.৩৬ (১০০%)
১০.	অফিস যন্ত্রপাতি ও কম্পিউটার মেরামত	১		০.৬৫	১	০.৬৪৪ (১০০%)
১১.	অন্যান্য খরচ	১		৬৩.৮২	১	৬৩.২৬ (১০০%)
১২.	স্টিয়ারিং কমিটির সম্মানী	থোক	থোক	২.০০	থোক	০.৬৬ (৩৩%)
১৩.	কর্মকর্তাদের বেতন	জনমাস	৪২	১১.২২	৪২	-- (১০০%)
১৪.	কর্মচারীদের বেতন	জনমাস	৪২	৪.৩৮	৪২	-- (১০০%)
১৫.	ভাতাদি	থোক	থোক	১১.৪০	থোক	--
১৬.	অফিস একোমনডেশন	১		৯.৪৫	১	
	মোট			৬৯৮.১৬		৬৫৯.৬৫ (১০০%)

বর্ণি বাওড় উন্নয়ন
প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়নপ্রতিবেদন
(সমাপ্ত : জুন, ২০১৪)

১।	প্রকল্পের নাম	:	বর্ণি বাওড় উন্নয়ন	
২।	(ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	
	(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড	
৩।	বাস্তবায়নকাল	:	**আরম্ভ**	**সমাপ্তি**
	(ক) মূল	:	জানুয়ারী, ২০১২	ডিসেম্বর, ২০১৩
	(খ) সর্বশেষ সংশোধিত (২য় সংশোধিত)	:	জানুয়ারী, ২০১২	জুন, ২০১৪
	(গ) প্রকৃত	:	জানুয়ারী, ২০১২	জুন, ২০১৪
৪।	প্রকল্প এলাকা	:	গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর এবং টুঙ্গীপাড়া উপজেলা	
৫।	অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	**মূল**	**সর্বশেষ সংশোধিত**
	(ক) মোট	:	৫৩৫৭.৩৪	৬৫০২.০০
	(খ) টাকা		৫৩৫৭.৩৪	৬৫০২.০০
	(গ) বৈদেশিক মুদ্রা	:	--	--
	(ঘ) প্রকল্প সাহায্য	:	--	--
	(ঙ) আরপিএ	:	--	--
৬।	প্রকল্পের অর্থায়ন	:	বাংলাদেশ সরকার।	

৭। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

ক) ড্রেজিং-এর মাধ্যমে বাওড় এর গভীরতা বৃদ্ধি করা;

খ) বাওড় সংলগ্ন এলাকায় সেচ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি;

গ) বর্ণি বাওড় ও তৎসংলগ্ন এলাকায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা;

ঘ) বাওড় বেষ্টিত এলাকার পরিবেশগত উন্নয়ন, মৎস্য চাষের মাধ্যমে গরীব ও ভূমিহীন পরিবারের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি;

ঙ) মৎস অভয়াশ্রম স্থাপন, বিলুপ্ত প্রায় মৎস্য সংরক্ষণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ;

চ) স্থানীয় জেলে সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

৮। **প্রকল্পের পটভূমিঃ** বর্ণি বাওড় মধুমতি নদীর একটি মৃত অংশ। এটি গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া উপজেলার কুশলী ইউনিয়নে অবস্থিত। বাওড়টিতে পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়ায় পলি গঠিত অংশ অবৈধভাবে দখল করে চাষাবাদ এবং ভৌত কাজ করা হয়েছে। এছাড়া মৎস্য উৎপাদন এবং বৈচিত্রতা আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এ সকল সমস্যা দূরীকরণে ড্রেজিং এর মাধ্যমে বাওড়-এর গভীরতা বৃদ্ধি করা, বাওড় সংলগ্ন এলাকায় সেচ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, বর্ণি বাওড় ও তৎসংলগ্ন এলাকায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, বাওড় বেষ্টিত এলাকার পরিবেশগত উন্নয়ন, মৎস্য চাষের মাধ্যমে গরীব ও ভূমিহীন পরিবারের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, বিলুপ্ত প্রায় মাছ সংরক্ষণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, স্থানীয় জেলে সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৯। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ** প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হলো ড্রেজার দ্বারা বর্ণি বাওড় ড্রেজিং, ড্রেজার ফ্লিট মোবিলাইজেশন ও ডি-মোবিলাইজেশন, স্পয়েল ও ড্রেজিং আর্থ ব্যবস্থাপনা, সার্ভে, বাঁশ পাইলিং, মুদ্রণ ও প্রচার, যানবাহন মেরামত ইত্যাদি।

১০। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ পরিশিষ্ট** -ক দ্রষ্টব্য।

১১। **প্রকল্প পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ** গত ২৩/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক জনাব লসমী চাকমা কর্তৃক প্রকল্পের সমাপ্ত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক জনাব শেখ মোঃ রজব আলী এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পর্যবেক্ষণঃ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় অবস্থিত বর্ণি বাওড় ৯.১ কি:মি: জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। প্রকল্পের অন্যতম প্রধান কার্যক্রম বর্ণি বাওড় ড্রেজিং যা ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ড্রেজার পরিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বর্ণি বাওড়ে ৪১১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩২,০০,০০০ ঘনমিটার মাটি ড্রেজিং এর সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ৪১০২.১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩১,৭৫,০০ ঘনমিটার মাটি ড্রেজিং করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান ডিজাইন অনুযায়ী ২.৫ মিটার আরএল গভীরতায় ড্রেজিং করা হয় (চিত্র-১)। প্রকল্পে ড্রেজিং এবং ড্রেজিং আনুষঙ্গিক কার্যক্রম যেমন: ড্রেজিং ফ্লিট মোবিলাইজেশন এন্ড ডি-মোবিলাইজেশন, স্পয়েল এবং ড্রেজিং আর্থ ম্যানেজমেন্ট, ব্যাম্বো পাইলিং ইত্যাদিসহ মোট ৬টি কম্পোনেন্টের কাজ নারায়ণগঞ্জ ড্রেজার বিভাগ সম্পাদন করেছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

চিত্র-১ : খননকৃত বর্ণি বাওড়

১১.১ বর্ণি বাওড়ের পূর্ব পাড়ে অবস্থিত চর কুশলী গ্রাম পরিদর্শন করা হয়। সেখানে দেখা যায়, খননকৃত মাটি দিয়ে গ্রামের লোকজনের বসতবাড়ী, আঙ্গিনা এবং পুকুর ভরাট করা হয়েছে। তাছাড়া গ্রামে চলাচলের জন্য রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে (চিত্র- ২)। স্থানীয় লোকজনের সাথে আলোচনায় জানা যায় বর্ণি বাওড়ে পূর্বে শুষ্ক মৌসুমে পানি একেবারেই কমে যেত। বর্তমানে খননের ফলে গভীরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সারা বছরই বাওড়ে পানি থাকে। ফলে বাওড়ে মৎস্য উৎপাদন বেড়েছে। এছাড়া বাওড়ের গভীরতা কম থাকায় এবং আশেপাশের এলাকা নিচু হওয়ায় বর্ষাকালে বসতবাড়িতে পানি উঠে যেত। বর্তমানে খননকৃত মাটি দিয়ে আশেপাশের এলাকা ভরাট করায় বাড়িঘরে আর পানি উঠে না। বাওড়ে সারা বছর পানি থাকায় বাওড় সংলগ্ন এলাকায় সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে কৃষি উৎপাদনও বেড়েছে। স্থানীয় অধিবাসী জনাব মোকসেদ আলী জানান চর কুশলীতে তাঁর ১২ কাঠা জমি রয়েছে। সেগুলো ন্যুনতম ১২ হাত গভীর ছিল। খননকৃত মাটি দিয়ে সে জমি ভরা করা হয়েছে। ভরাটকৃত জায়গায় খামার নির্মাণ করা হয়েছে (চিত্র-৩)।

চিত্র- ২ : নির্মাণকৃত রাস্তা

চিত্র-৩ : নির্মাণকৃত খামার

১১.২ বাওড়ের ড্রেজিংকৃত মাটি দিয়ে আশেপাশের বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট করা হয়েছে। ৭নং চর কুশলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ তারমধ্যে অন্যতম। পরিদর্শনকালে দেখা যায় বিদ্যালয়ের মাঠ বাওড়ের মাটি দিয়ে সমানভাবে ভরাট করা হয়েছে। এতে বর্ষাকালসহ অন্য মৌসুমে শিক্ষার্থীদের যাতায়াত, খেলাধুলা, এ্যাসেম্বলি প্রভৃতি কাজে সুবিধা হয়েছে (চিত্র-৪)।

চিত্র-৪: চর কুশলী প্রাথমিক বিদ্যালয়-এর ভরাটকৃত মাঠ

১১.৩ তাছাড়া খননকৃত মাটি দিয়ে বাওড়ের পাশের বিভিন্ন ফসলি জমি ভরাট করা হয়। পরিদর্শনে দেখা যায়, এসব ফসলি জমিতে ধান, পাটসহ অন্যান্য সবজি চাষাবাদ করা হচ্ছে। বাওড়ের দুইপাশে ড্রেজিংকৃত মাটি সংরক্ষণ করে বাওড়ের পাশের চাষের অযোগ্য জমি চাষযোগ্য করা। বাওড়ের মাটি প্রাকৃতিক জৈব সারযুক্ত হওয়ায় জমির উর্বরতা ও বেড়েছে (চিত্র-৫)।

চিত্র-৫ : ফসলি মাঠ

১১.৪ পরিদর্শনকালে আরো জানা যায় যে, চরকুশলী বাজারের নদী তীরবর্তী এলাকা খননকৃত মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়েছে। এ সময় কুশলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যানসহ উপস্থিত অন্যান্য লোকজন জানান উক্ত স্থানটি আগে ১০ ফিট গভীর ছিল বর্তমানে মাটি ভরাটের ফলে এলাকাটি সুরক্ষিত হয়েছে (চিত্র-৬)। উপস্থিত জনসাধারণ বর্ণি বাওড়ের আরো খনন প্রয়োজন বলে জানান।

চিত্র-৬ : চর কুশলী বাজারের ভরাটকৃত মাঠ

১১.৫ প্রকল্প বাস্তবায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, বিলুপ্ত প্রায় মৎস্য সংরক্ষণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীববৈচিত্র সংরক্ষণ। দক্ষিণ কুশলীতে একটি মাছের অভয়াশ্রম তৈরী করা হয়েছে। স্থানটির চারদিকে লাল পতাকা দিয়ে চিহ্নিত করণ হয়েছে এবং উক্ত স্থানে কেউ মাছ ধরে না। পরিদর্শনকালে স্থানটিতে বিপুল মাছের সমারোহ দেখা গিয়েছে (চিত্র-৭)।

চিত্র-৭ : মাছের অভয়াশ্রম

১১.৬ প্রকল্পের আওতায় ড্রেজিংকৃত মাটি ব্যবস্থাপনার জন্য ৮.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে। ড্রেজিংকৃত মাটি দ্বারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিচু জায়গা ভরাট, পুকুর ভরাট, চাষাবাদের জমি উন্নিত করা ঘরবাড়ি উঁচু ইত্যাদি কাজ করা হয়েছে। বিনা মূল্যে জনসাধারণকে এ সুবিধা দেয়া হয়েছে বলে উপকারভোগীরা জানান। ড্রেজিংকৃত মাটি ফেলার জন্য খুব কম ক্ষেত্রেই বাশেঁর পাইলিং প্রয়োজন হয়েছে। পরিদর্শনকালে মাত্র দু'টি স্থানে বাশেঁর পাইলিং-এর অস্তিত্ব দেখা যায়। ড্রেজিংকৃত মাটি ফেলার জন্য কোথাও কোন ডাইকের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। অথচ স্পয়েল ও ড্রেজিং আর্থ ব্যবস্থাপনা খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে মর্মে পিসিআর হতে দেখা যায়। প্রকল্প পরিচালকের নিকট এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান যে, ড্রেজার পরিদপ্তর ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে কাজটি করেছে।

১২। **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

১৩। **মূল্যায়ন পদ্ধতি:** প্রকল্পটির সমাপ্ত মুল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে:

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৪। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া খান	মহা-পরিচালক	খন্ডকালীন	২৬/০৫/২০০৯ হতে ২৪/০৫/২০১২
২	জনাব আবুল কাশেম	মহা-পরিচালক	খন্ডকালীন	২৪/০৫/২০১২ হতে ১৭/০৭/২০১২
৩।	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	১৭/০৭/২০১২ হতে ২৩/০১/২০১৩
৪।	জনাব শেখ মোঃ রজব আলী	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	২৪/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৪

১৫। **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ** প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত দলিলপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিজ্ঞাপণ প্রক্রিয়া, কমিটি গঠন, দরপত্র আহ্বান এবং মূল্যায়ন, NOA এবং ওয়ার্ক অর্ডার প্রদানে পিপিআর-২০০৮ বিধিমালা অনুসৃত হয়েছে। প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজের কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (টিইসি) এবং ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি (টিওসি) গঠন করা হয়েছিল। টিইসি-তে ২ জন বহি:সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। OTM এর মাধ্যমে টেন্ডার কার্যক্রম করা হয়। তাছাড়া টেন্ডার বিজ্ঞাপন দু'টি পত্রিকাসহ CPTU ও BWDB-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছিল। তবে উল্লেখ্য যে, স্পয়েল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোন টেন্ডার ডকুমেন্ট বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ হতে সরবরাহ করা হয়নি।

১৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) ড্রেজিং-এর মাধ্যমে বাওড় এর গভীরতা বৃদ্ধি করা;	ক) ড্রেজিং-এর মাধ্যমে বাওড় এর গভীরতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
খ) বাওড় সংলগ্ন এলাকায় সেচ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি;	খ) বাওড় সংলগ্ন এলাকায় সেচ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে;
গ) বর্ণি বাওড় ও তৎসংলগ্ন এলাকায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা ;	গ) বর্ণি বাওড় ও তৎসংলগ্ন এলাকায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে;
ঘ) বাওড় বেষ্টিত এলাকার পরিবেশগত উন্নয়ন, মৎস্য চাষের মাধ্যমে গরীব ও ভূমিহীন পরিবারের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি;	ঘ) বাওড় বেষ্টিত এলাকার পরিবেশগত উন্নয়ন হয়েছে মৎস্য চাষের মাধ্যমে গরীব ও ভূমিহীন পরিবারের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে;
ঙ) মৎস অভয়াশ্রম স্থাপন, বিলুপ্ত প্রায় মৎস সংরক্ষন এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ;	ঙ) মৎস অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে বিলুপ্ত প্রায় মৎস্য সংরক্ষিত হচ্ছে এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীববৈচিত্র সংরক্ষিত হয়েছে;
চ) স্থানীয় জেলে সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।	চ) স্থানীয় জেলে সম্প্রদায়ের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৭। **সমস্যাঃ**

১৭.১ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে স্থানীয় জনগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাওড়ের উভয় পার্শ্বে মসজিদ, মন্দির, মাদ্রাসা, ঈদগাহ ময়দান, স্কুল ক্যাম্পাস ও খেলার মাঠ ইত্যাদি খননকৃত ড্রেজি-এর মাটি দিয়ে উন্নয়ন করা হয়েছে। কিন্তু ড্রেজিং স্পয়েল ও আর্থ ব্যবস্থাপনা খাতে ৮০০.০০ লক্ষ টাকা কিভাবে ব্যয় করা হলো তা স্পষ্ট নয়;

১৭.২ বাওড়ে আরএল ২.৫০ মিটার গভীরতায় ড্রেজিং করা হলেও উক্ত অঞ্চলে জোয়ার-ভাটার কারণে এ গভীরতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে;

১৭.৩ প্রকল্প বাস্তবায়নে ৪ বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়েছে যা কাম্য নয়।

১৮। **সুপারিশ/মতামতঃ**

১৮.১ স্পয়েল ও আর্থ ব্যবস্থাপনা খাতে ৮০০.০০ লক্ষ কিভাবে ব্যয় করা হলো তা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় একটি কমিটি গঠন করে খতিয়ে দেখতে পারে।

১৮.২ বাওড়ের গভীরতা আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং ড্রেজিং এর সুফল পেতে মেইনটেনেন্স ড্রেজিং করা প্রয়োজন। এতে বাঘিয়ার কুল নদী থেকে অবাধে পানি প্রবাহ বাওড়ে প্রবেশ করতে পারে এবং নদী ও বাওড়ের মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণী অধিক হারে প্রবেশ করতে পারবে;

১৮.৩ বাওড়ের পাড় ঘেষে প্যালাসাইটিং করে মাটি ফেলে বাওড়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যেতে পারে;

১৮.৪ বাওড়ের পাড়ে সঠিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে বিশ্রামাগার, পাকা ঘাট নির্মাণ, বৃক্ষ রোপণ, চিত্ত বিনোদন ও খেলাধুলার জন্য বিভিন্ন স্পট নির্মাণ করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে; এবং

১৮.৫ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন পরিহার করতে হবে;

১৮.৬ প্রকল্পটির External Audit সম্পাদনপূর্বক আইএমই বিভাগকে জরুরীভিত্তিতে অবহিত করতে হবে;

১৮.৭ অনুচ্ছেদ: ১৮.১ - ১৮.৬ এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং তা আগামী ০১ মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

পরিশিষ্ট-ক

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্র: নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক) রাজস্ব খাতঃ						
১।	ড্রেজার দ্বারা বর্ণি বাওড় ড্রেজিং	ল:ঘ:মি:	৪১১২.০০	৩২.০০	৪১০২.১২	৩১.০০
২।	ড্রেজার ফ্লিট মোবিলাইজেশন ও ডি-মোবিলাইজেশন	থোক	১২০.০০	থোক	১০০.০০	থোক
৩।	ড্রেজার সংক্রান্ত অন্যান্য আনুষংগিক ব্যয়	থোক	৮০০.০০	থোক	৭৮৪.২৫	থোক
৪।	স্পয়েল ও ড্রেজিং আর্থ ব্যবস্থাপনা	থোক	৮০০.০০	থোক	৮০০.০০	থোক
৫।	বাঁশ পাইলিং	মিটার	১০৪.০০	১৫	১০৪.০০	১৫
৬।	সার্ভে	থোক	১২.০০	থোক	১১.৭৫	থোক
৭।	মুদ্রণ ও প্রচার	থোক	২.০০	থোক	২.০০	থোক
৮।	ষ্টেশনারী, সীল, স্ট্যাম্প	থোক	১.০০	থোক	১.০০	থোক
৯।	মোটর গাড়ী (কার)	সংখ্যা	৩৫.০০	০১	৩০.৯৬	০১
১০।	যানবাহন মেরামত	থোক	৩.০০	থোক	০.০০	থোক
১১।	যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ (ল্যাপটপ, কম্পিউটার-১টি, ফটোকপিয়ার-১টি, ফ্যাক্স-১টি)	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	থোক
১২।	ফার্ণিচার	থোক	৩.০০	থোক	২.৯৭	থোক
১৩।	গ্যাস জ্বালানী	থোক	২.০০	থোক	০.৮৫	থোক
১৪।	বিবিধ	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	থোক
১৫।	সিডি-ভ্যাট আইটি	--	৩০০.০০	--	০.০০	--
১৬।	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী	--	২০০.০০	--	০.০০	--
	সর্বমোট =	**--**	**৬৫০২.০০**	**--**	**৫৯৪৭.৯০**	**--**